শিশু-পাঠ।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাভূষণ এম্ এ-প্রণীত।

৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট আর্য্যযন্ত্রে,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

আশ্বিন, ১২৯৮ সাল।

নিবেদন—

উন্নতি মানবজীবনের স্বাভাবিকী গতি। মানবজীবনের এই স্বাভাবিকী গতি অনুসারে ইহার সমস্তই গতিশীল। যে দেশে এই স্বাভাবিকী গতি রুদ্ধ হয়, সেই দেশের জাতীয় জীবন নষ্ট হয়। যে ভাষার এই স্বাভাবিকী গতি বন্ধ হয়, সে ভাষাকে মৃতভাষা কহে। সংস্কৃত, গ্রীক্, লাটিন্ প্রভৃতি ভাষার এই গতি রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই—ইহাদিগকে মৃতভাষা কহে। ইংরাজী ফরাশি, জার্ম্মান্, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার এই গতি অপ্রতিহত রহিয়াছে বলিয়া—ইহাদিগকে জীবন্ত ভাষা কহে। জাতীয় জীবনের উন্নতির সহিত এই জীবন্ত ভাষাগুলিরও ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। ভাষার ক্রমোন্নতির প্রধান পরিচয়—ইহার পাঠ্য-পুস্তকাবলীর ক্রমশঃ উন্নতি। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের পাঠ্যপুস্তকাবলীর দিন দিন উন্নতি হইতেছে দেখিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, ঐ সকল দেশের ভাষা ও জাতীয় জীবনও ক্রমোন্নতিশীল। কিন্তু বাঙ্গালা জীবন্তভাষা হইয়াও ততদূর ক্রমোন্নতিশীল নহে। ইহার প্রধান কারণ আমাদের জাতি অত্যন্ত স্থিতিশীল। আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণও এই সংক্রামক স্থিতিশীলতা-রোগে আক্রান্ত। তাঁহারা একবার যাহা ভাল বলিয়া স্থির করিয়া দেন, তাঁহা অপেক্ষা অনেক ভাল পাঠ্যপুস্তক বাহির হইলেও তাঁহারা সহজে সে সকল গ্রহণ করিতে চাহেন না। দেশীয় শিক্ষিত লোক ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলেই স্থিতিশীল হওয়ায়, আমাদের জাতীয় ভাষার গতি রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। গভীর-চিন্তাপূর্ণ উচ্চ অঙ্গের পুস্তক লিখিলে তাহা ত বিক্রয় হইবেই না, আর বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকাবলীতে পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতা প্রদর্শন করারও সুবিধা অল্প। কারণ যাঁহাদের হস্তে পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের ভার, তাঁহারা সকলেই নামে মুগ্ধ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বই আর কেহ লিখিতে পারে না—এই প্রাচীন সংস্কার ইহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং অভ্যুত্থানশীল নব্য লেখকগণের সমস্ত আশা ভরসা অঙ্কুরে বিদলিত হইতেছে। এরূপ অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

বোধ হয় কালের বিচিত্র গতিতে এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। এই আশার উপর নির্ভর করিয়া আমি শিশুপাঠাবলী ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর

পাঠ্যপুস্তকাবলীর রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইংলণ্ডে নিউ রয়াল্ রীডার নামক পাঠ্যপুস্তকাবলী যে প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, শিশুপাঠাবলী প্রায় সেই প্রণালীতে লিখিত হইল। অধিকন্তু ইহাতে সংক্ষেপে ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতির শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অনেক পাঠেই নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কারণ চরিত্রগঠনই শিক্ষাদানের মুখ্য লক্ষ্য। শিশুগণের চরিত্র শৈশব হইতে গঠিত না হইলে, পরে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। প্রথমে কতকগুলি শব্দ অভ্যাস করিতে পাছে শিশুগণের মনে বিরক্তির উদয় হয়, এইজন্য অগ্রে পাঠ দিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ শব্দগুলির বানান ও অর্থ করিতে বলা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে সমস্ত নূতন ও কঠিন শব্দগুলির বর্ণমালানুসারে তালিকা প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে বালকগণের শব্দশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে। যেরূপ প্রণালীতে শিশুপাঠাবলী লিখিত হইয়াছে, ইহাতে যে সুফল ফলিবে—তদ্বিষয়ে অল্পমাত্র সন্দেহ। তবে ছাত্রগণের অভিভাবকবৃন্দের এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুগ্রহ ব্যতীত আমার এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অল্প। এইজন্য তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা বহিগুলি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া উপযুক্ত কিনা স্বয়ং বিচার করিবেন। আমার শিক্ষাসোপানাবলী পুরাতন রয়াল্ রীডারাবলীর অনুকরণে লিখিত হইয়াছিল। সেগুলির পরিবর্ত্তন না করিয়া এই নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইল—কারণ পাঠকতারতম্যে উভয়শ্রেণীর পুস্তকাবলীরই উপযোগিতা আছে। এতদ্ভিন্ন লংম্যান্-প্রচারিত পাঠ্যপুস্তকাবলীর অনুকরণে আমার শিক্ষাবলী প্রচারিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ও বর্ণশিক্ষা নামক পাঠ্যপুস্তকাবলীও প্রচারিত হইল। সাধারণ শিক্ষার উপযোগী করিবার জন্য এগুলিকে যতদূর সুলভ করা সম্ভব, করা হইয়াছে।

এক্ষণে অভিভাবকগণ ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমার পুস্তকাবলী সাদরে গ্রহণ করিলেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। অধিক আর কি নিবেদন করিব?

১২৯৮ সাল।
আশ্বিন মাস।

গ্রন্থকারস্য।

শিশু-পাঠ।
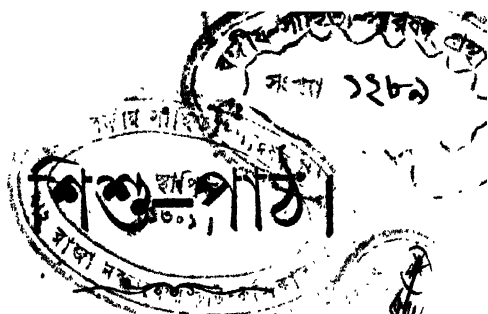
দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পাঠ।

বালকের দয়া।

১। একদা জুন মাসে, একজন সূর্য্যদগ্ধ একপদ দীন নাবিক, পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার যষ্টি দুই খান হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সুতরাং তাঁহাকে অগত্যা জানু ও হস্তের উপর ভর করিয়া হামাগুড়ি দিয়া পথের ধারে গিয়া অশ্বযান বা গোশকটের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিতে হইল।

২। এমন সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, এবং নাবিক তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য গাড়ওয়ান্‌কে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে অতি দুষ্ট লোক, সুতরাং সে ভাড়া পাইবে না, এই আশঙ্কায় নাবিককে তুলিয়া লইল না।

৩। ইহার অনতিপরে ঐ ক্লান্ত নাবিক ভূতলে শুইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং যদিও খুব এক পস্‌লা জল তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গেল, তথাপি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কারণ নাবিকেরা যখন জাহাজে থাকে, তাহাদিগকে জল বায়ুর এরূপ অত্যাচার প্রায় সর্ব্বদাই সহ্য করিতে হয়।

৪। যখন সেই খঞ্জ নাবিক জাগিয়া উঠিলেন, তিনি দেখিলেন যে তাঁহাকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটী বালক তাহার ভিতরকার অঙ্গ-রাখা ও ওভর্‌কোট্‌ তাঁহার মস্তক ও স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিয়া, স্বয়ং সার্টমাত্র গায়ে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া দুই টুক্‌রা কাষ্ঠ ও শক্ত লতা দিয়া সেই ভগ্ন যষ্টি খানি জোড়া দিতেছিল।

৫। নাবিক জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস! আমাকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেন তুমি নিজের গাত্র-বস্ত্র উন্মোচন করিয়া স্বয়ং এত কষ্ট পাইতেছ?"

৬। বালক বলিল, "মহাশয়! আমার কষ্টের বিষয় আমি তত ভাবি নাই। কিন্তু বৃষ্টির বড় বড় ফোটা গুলি যে আপনার মুখে পড়িয়া আপনাকে উদ্বেজিত করিবে, এবং তাহা হইলে এরূপ নিরাবরণ

ভূমিতলে এরূপ গভীর নিদ্রা যাইতে আপনি যে বিশেষ কষ্ট বোধ করিবেন, আমি কেবল তাহাই ভাবিতেছিলাম। আর আপনার যে যষ্টি গাছটীকে আমি ভগ্ন অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, সে ভগ্ন যষ্টিকে আমি প্রায় জোড়া দিয়া তুলিয়াছি। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি অদূরস্থিত আমার খুল্লতাত-ভবনে কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় মহাসমাদরে আপনার অতিথি-সৎকার করিবেন, এবং আপনার ব্যবহারার্থ এক গাছি নূতন যষ্টি দিবেন। আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আপনি ঐ স্থানে চলুন্। আমার যদি পর্য্যাপ্ত দৈর্ঘ্য ও শক্তি থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি আপনাকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিয়া ঐ স্থানে লইয়া যাইতাম”।

৭। নাবিক বালকের এই উদার ব্যবহারে তাহার প্রতি বিশেষ প্রীত হইয়া, সজল ও সতৃষ্ণ নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন,—“যখন আমি সমুদ্র যাত্রা করি, তখন বাটীতে তোমার মত একটী ছেলে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। যদি আমি এখন গিয়া তাহাকে তোমার মত শিষ্ট, শান্ত ও দয়ালু দেখিতে পাই, তাহা হইলে যদিও ভগ্নপদ হওয়ায় আমার জীবন

বিড়ম্বনাময় হইয়াছে, তথাপি আমি আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিব।”

৮। বালক জিজ্ঞাসা করিল—“মহাশয়! আপনার পুত্রের নাম কি?” নাবিক উত্তর করিলেন—“তাহার নাম টম্ হোয়াইট্ এবং আমার নাম জন্ হোয়াইট্”।

৯। বালক এই নামদ্বয় শুনিবামাত্র লম্ফ দিয়া উঠিল, এবং হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া নাবিকের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বলিল—“বাবা! বাবা! আমিই আপনার সেই ছোট ছেলে ‘টম্ হোয়াইট্’।”

১০। অনেক দিন পরে আপনার পুত্রকে পাইয়া, এবং তাহাকে বিপন্নের প্রতি এত কৃপালু দেখিয়া নাবিকের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

১১। যতদিন টমের পিতা সমুদ্রে ছিলেন, ততদিন টমের খুল্লতাত টমের তত্ত্বাবধারণের ভার লইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সূর্য্যদগ্ধ নাবিক ভ্রাতার গৃহে আসিয়া সুখে বসতি করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে একগাছি নূতন যষ্টি প্রদান করিলেন, তথাপি তিনি পুত্রের দয়ার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ সেই ভগ্ন যষ্টিগাছটী অতিযত্নের সহিত পরিরক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং সমাগত

আগন্তুক ব্যক্তিমাত্রকেই ঐ স্মৃতিচিহ্ন দেখাইয়া পুত্রের দয়ার পরিচয় দিতেন।

নীতি—আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া যে পরের উপকার করে, সেই প্রকৃত সাধু।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

যষ্টি	একদা	সূর্য্যদগ্ধ	অনতিপর	নিরাবরণ
জানু	নাবিক	একপদ	মহাসমাদর	অতিথি-সৎকার
দুষ্ট	প্রতীক্ষা	গোশকট	বিড়ম্বনাময়	তত্ত্বাবধারণ
ক্লান্ত	আশঙ্কা	অভিভূত	পরিরক্ষিত	নিদ্রাভঙ্গ
সহ্য	ভূতল	জলবায়ু	অত্যাচার	অঙ্গরাখা
খঞ্জ	স্থাপিত	গাত্রবস্ত্র	উন্মোচন	উদ্বেজিত
বৃষ্টি	অবস্থা	ভূমিতল	অনুগ্রহ	প্রসারিত
স্কন্ধ	বহন	কণ্ঠদেশ	খুল্লতাত	স্মৃতিচিহ্ন
ভগ্ন	উদার	পরিচয়	সমাগত	আগন্তুক
পৃষ্ঠ	দয়ালু	বেষ্টন	কৃপালু	অশ্বযান
শিষ্ট	শান্ত	সীমা	ধন্য	সমুদ্র
দয়া	সাধু	বসতি	হস্তদ্বয়	বিপন্ন

গ্রীসের প্রধান প্রধান নগর :—

এথেন্‌স্‌, মেসোলঙ্গী, কোরি, কর্ফিউ।

দ্বিতীয় পাঠ।

ক্ষুদ্র কীটে দয়া।

(১)

দিনের আহার তরে, যেই কীটগণ,
দীনেশে ডাকিছে শুয়ে রাজমার্গধারে,
সেই ক্ষুদ্র কীটগণে, ওহে শিশুগণ,
দলিত.করোনা কভু, পাদের প্রহারে।

(২)

করেছেন যিনি এই বিশ্বের সৃজন,
যদি সেই ঈশ, ছাড়ি স্বর্গসিংহাসন—
এই কীটাণু গঠিতে, পারেন নামিতে—
এ ধরায়, কি আপত্তি তোমার তাহাতে—

(৩)

যদি সে পথের ধারে শুয়ে থাকে হায় ?
নিরীহ গরিব কীট—কাহারো কখন—
করেনা গো অপকার !—সস্নেহ সদয়—
ব্যবহার তার প্রতি করো শিশুগণ।

(৪)

কোন্ অপরাধে তার হরিবে জীবন,
যন্ত্রণা কি অপরাধে দিবে গুরুতর,
সৃজিলেন যারে তিনি আনন্দ-কারণ ?
এরূপ করিলে লোকে বলিবে নিষ্ঠুর !

(৫)

আরম্ভহ দয়াযজ্ঞ প্রিয় শিশুগণ—
প্রকাশিয়ে দয়া ক্ষুদ্র কীটাণুর প্রতি,
দয়াময় ভগবান্ ক্রুদ্ধ তার প্রতি—
হবেন নিশ্চয় যেই হয় হিংস্র-মন।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি কর :—

নিশ্চয় স্বর্গ কীট দীনেশ রাজমার্গ কীটাণু
গরিব হিংস্র ধার দলিত অপকার গঠিতে
নিরীহ মন পাদ প্রহার ব্যবহার আপত্তি
বিশ্ব সস্নেহ অপরাধ আনন্দ সিংহাসন
ধরা সদয় দয়াময় কারণ আরম্ভহ
ক্রুদ্ধ যন্ত্রণা ভগবান্ নিষ্ঠুর দয়াযজ্ঞ

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরগুলির নাম মনে করিয়া রাখ :—

কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, ঢাকা, মুরশিদাবাদ, পাটনা, বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর।

তৃতীয় পাঠ।

প্রাতরুত্থান।

(১)

উঠ উঠ, প্রিয় বোন্! অরুণ উদয়,
আদরিতে আলো গান করে পাখিগণ!
(ঐ দেখ) ফুটেছে কলিকা, ফুলে হিম পড়ে রয়!
বৃষ্টির পসলা শিরে করে শাখিগণ।

(২)

তরুর তলেতে দেখ! জননীর পাশে,
কেমন মেষের শিশু নাচিছে উল্লাসে!
নাচিছে তরঙ্গমালা সরোবর-জলে,
খেলিতেছে মৎস্যকুল জলে কুতূহলে।

(৩)

কুসুমে কুসুমে ভ্রমি, মৌমাছীর দল—
চয়ন করিয়া মধু, পূরিছে ভাণ্ডার;
ক্রীড়া অপেক্ষায় কাজ তারা বাসে ভাল,
আলস্যে কখন কাল যায় না তাদের।

(৪)

(ঐ শুন) ভরত গাইছে গান প্রফুল্লিত মনে,
দেখিয়া উজ্জ্বল রবি গগন-প্রাঙ্গণে ;
বাসন্ত পবনে ইহা প্রফুল্লিত-মন !
নাচিছে প্রকৃতি যেন প্রফুল্ল আননে।

(৫)

ভরতের মিষ্ট গান শুনিয়া যে জন—
প্রফুল্লিত নাহি হয়, অনুচিত্ত তার ;
এমন সময় বোন্ ঘুমাওনা আর,
উঠ, চল যাই সবে—উদ্যান-ভিতর।

(৬)

অলস বিমর্ষযুক্ত কভু না হইবে,
শ্রমশীল হবে সদা মৌমাছীর মত,
প্রফুল্ল-অন্তর হবে ভরতের মত,
পাইবে অনন্ত ধন—সদা সুখে রবে।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলি শিখ :—

অরুণ	হিম	পসলা	মালা	উদয়	বৃষ্টি
উল্লাস	মৎস্য	কলিকা	শির	তরঙ্গ	ফুল
কুতূহল	কুসুম	আলস্য	বিমর্ষ	সরোবর	চয়ন
আনন	অনন্ত	প্রফুল্লিত	ভাণ্ডার	প্রকৃতি	বাসন্ত

ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশের নগরাবলীর নাম :—

কটক	পাটনা	গয়া	পুরী	মুঙ্গের
ছাপরা	বালেশ্বর	ভাগলপুর	চুনার	রাঞ্চী

চতুর্থ পাঠ।

উত্তম পরামর্শ।

১। কোন বিদ্যালয়ে, একটী বালক ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে একটী টাকা কুড়াইয়া পায়, এবং পাইয়াই তাহার শিক্ষকের নিকট লইয়া যায়।

২। ইহার স্বত্বাধিকারী কেহ আছেন কিনা—তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কেহই ইহা দাবী করিল না। ইহাতে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন—এক্ষণে এই মুদ্রাটী লইয়া আমরা কি করিব? ছাত্রেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিল—"আপনিই ইহা রাখুন্ না কেন?" তদুত্তরে শিক্ষক বলিলেন—"এখানে যাহারা উপস্থিত আছে, তাহাদের কাহা অপেক্ষাও ইহাতে আমার অধিকতর স্বত্ব নাই।"

৩। এই উত্তরে সকলেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল, কিন্তু একটী বালকের এমনই উদ্ভাবনী শক্তি যে,

সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—যে "মহাশয়! এই মুদ্রাটী একজন দরিদ্রকে প্রদান করুন্ না কেন?" তাহার এই কথায় সকল ছাত্রই সন্তুষ্ট হইল, এবং তাহার পরামর্শানুসারে সেই মুদ্রাটী এক দীন অন্ধ ব্যক্তিকে প্রদান করা হইল।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির অর্থ কর:—

ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ	শিক্ষক	মুদ্রা	উপস্থিত
স্বত্বাধিকারী	জিজ্ঞাসা	ছাত্র	উদ্ভাবনী
অনুসন্ধান	উত্তর	স্বত্ব	তৎক্ষণাৎ
কর্ত্তব্য	শক্তি	বিমূঢ়	তদুত্তর
সন্তুষ্ট	ব্যক্তি	প্রদান	দাবী
দরিদ্র	অন্ধ	একবাক্য	পরামর্শানুসারে

ভারতের ভাষাগুলির নাম মনে রাখিও:—

বাঙ্গালা	তৈলঙ্গী	পঞ্জাবী	গুজরাটী	কানাড়ী
আসামী	গোন্দ	সৈন্ধবী	কাশ্মীরী	সাঁওতালী
হিন্দী	কোল	মহারাষ্ট্রী	উড়িয়া	খাসী

পঞ্চম পাঠ।

পশুপক্ষীকেও কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।

গুরু। নবীন! আমি শুনিয়াছি, তুমি পাথর ছোড়। ইহা শুনিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি, এবং ইহা সত্য কিনা জানিতে ইচ্ছা করি।

নবীন। হাঁ মহাশয়! আমি পাথর ছুড়িয়াছিলাম, কিন্তু ইহাতে কাহারও কোনও অনিষ্ট হইবে বলিয়া আমি জানিতাম না। আমি কেবল বেড়ার উপর একটী পাখীকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়াছিলাম।

গু। তুমি যেরূপ জান, তাহাতে মনে করিতে পার যে তুমি কাহারও কোন অনিষ্ট কর নাই, কিন্তু একটী পাখীকে পাথর ছুড়িয়া মারা কি অনিষ্টকর নহে? পক্ষীরা কি অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় বেদনা অনুভব করে না? যদি ঐ পাথরখানি পাখীর মাথায় লাগিত, তাহা হইলে পাখীটী নিশ্চয়ই মরিয়া যাইত। তোমার প্রতি যদি কেহ এরূপ ব্যবহার করে, তুমি কি তাহা ভালবাস? যখন তুমি পাথরগুলি হাত থেকে ছুড়িয়াছিলে, তখন সেগুলি যে কোথায় পড়িবে, তাহা তুমি স্থির জানিতে পার নাই। এইমাত্র আমি শুনিলাম—যে

তোমার ছোড়া একখানি পাথর একটী বালকের মাথায় পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে যদিও ইহাতে তাহার মাথায় বিশেষ আঘাত লাগে নাই, কিন্তু ইহাতে যে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারিত না, তাহা কে বলিল? আর যদি সেখানি তাহার চখে লাগিত, তাহা হইলে তাহার চখ কি কানা হইয়া যাইত না? তুমি বোধ হয় জান না যে তাহাতে কি শোচনীয় ব্যাপার হইত! এক-জনের সর্ব্বনাশ হইত, আর তোমারও প্রাণ লইয়া টানা-টানি হইত। কারণ দণ্ডবিধিতে এরূপ অপরাধের গুরুতর দণ্ড বিহিত আছে। আর ভগবানের নিকটও তুমি চিরদিন অপরাধী হইয়া থাকিতে।

ন। মহাশয়! আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য আমি বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছি। আর আমায় কিছু বলিবেন না। এরূপ কাজ আমি আর করিব না। আশা করি যাহা করিয়াছি—তাহার জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন।

গু। নবীন! যেহেতু তুমি অপরাধ স্বীকার করিয়াছ, আমি তোমায় ক্ষমা করিব। কিন্তু আমি আশা করি যে তুমি এরূপ কাজ আর করিবে না। কাহাকে আঘাত করা যে একান্ত শোচনীয় ব্যাপার—অতঃপর ইহা যেন

তোমার মনে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকে। পশু পক্ষী—অধিক কি সামান্য কীট পতঙ্গ পর্য্যন্তও যে আমাদের মত শারীরিক বেদনা অনুভব করিয়া থাকে, এখন হইতে তুমি ইহা বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখিবে; এবং মানুষের প্রতি যেরূপ, তাহাদিগের প্রতিও সেই-রূপ ব্যবহার করিবে।

নীতি—যে সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মবৎ ব্যবহার করিতে পারে, সেই স্বর্গে যাইবার প্রকৃত অধিকারী।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

পাথর	অনিষ্ট	বেদনা	বিশেষ	আঘাত
ব্যাপার	বিহিত	স্বীকার	পতঙ্গ	অঙ্কিত
লক্ষ্য	স্থির	দণ্ড	ক্ষমা	স্বর্গ
দণ্ডবিধি	গুরুতর	অনুতপ্ত	অপরাধ	সর্ব্বপ্রাণী
আত্মবৎ	অধিকারী	সৌভাগ্যক্রমে	ব্যবহার	শারীরিক

অষ্ট্রিয়ার নগরাবলীর নাম :—

ভায়েনা (রাজধানী) প্রেগ্ লেম্বার্গ ট্রিষ্ট
ক্রাকো (পুরাতন রাজধানী) ইন্‌সব্রুক্ ঝারা পেস্থ্
উইলিক্‌জা, হার্মান্‌ষ্টাড্, রাগুসা, বুদা বা ওফেন্।

ষষ্ঠ পাঠ।

আদর্শ বালক।

১। প্রসন্ন একটী আদর্শ বালক। সে তাহার পিতামাতাকে প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে। তাঁহারা যাহা যাহা বলেন, সে অভিনিবেশপূর্ব্বক তাহা শুনে; এবং তাঁহাদিগের আদেশ প্রতিপালন করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে বিশেষ চেষ্টা করে। যদি তাঁহারা কোন কাজ করিতে কখন তাহাকে নিষেধ করেন, সে কখনই তাহা করে না।

২। যদি তাঁহারা সে যাহা চাহে তাহা না দেন, সে তাহাতে বিরক্ত হয় না, বা ক্রুদ্ধভাব দেখায় না; কিন্তু সে বিবেচনা করে যে, কিসে তাহার শুভাশুভ হইবে, সে বিষয়ে তাহার পিতামাতা তাহা অপেক্ষা অধিক বুঝেন।

৩। সে তাহার সহোদর সহোদরা ও জেঠ্তুতো, খুড়্তুতো, মাস্তুতো, মামাতো ভাই ভগিনীগুলিকে এবং খেলার সাথীদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসে। শুদ্ধ তাহাদের প্রতি কেন, সে সকলের প্রতিই সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। সে কখনও কাহারও সহিত বিবাদ

বিসম্বাদ করে না, এবং কাহারও নাম খারাপ করিয়া ডাকে না। যখন সে কাহাকেও কোন অন্যায় কাজ করিতে দেখে, সে তাহাতে মহাদুঃখিত হয়, এবং সৎপরামর্শদ্বারা তাহাকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করে।

৪। সে কাহারও প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করে না। সে অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ, বধির বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিয়া কখন পরিহাস করে না। বরং তাহার যতদূর সাধ্য—তাহাদিগের উপকার করিতে চেষ্টা করে।

৫। সে গুরুজনের ন্যায় শিক্ষকগণের প্রতিও অতিশয় ভক্তি প্রদর্শন করে। পাঠনায় তাহার বিশেষ আসক্তি। প্রতিদিনই সে কিছু কিছু নূতন শিক্ষা করিতে চেষ্টা করে। যদি তাহার কোনও দোষের জন্য তাহার শিক্ষক তাহাকে দণ্ড প্রদান করেন, সে তাহাতে রাগ করে না; বরং যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, এবং ভবিষ্যতে আর সেরূপ করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। সে শিক্ষক মহাশয়কে বিরক্ত না করিতে বিশেষ যত্ন করে এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে।

৬। সে মানবজাতির প্রতি যেরূপ, অন্যান্য প্রাণীর

প্রতিও সেইরূপ দয়াবান্। কারণ সে জানে, যে যদিও অন্যান্য প্রাণিগণ বাক্‌শক্তি-রহিত, তথাপি তাহারা মানুষের ন্যায় সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। সে যে শুদ্ধ সুন্দর পক্ষিদিগের উপরই সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে এরূপ নহে, অতি কদাকার জীব জন্তুও তাহার দয়ায় বঞ্চিত হয় না।

৭। সে পরের বস্তু কখন তাহার অজ্ঞাতসারে বা অমতে লয় না। অধিক কি, সে পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত তাঁহাদিগেরও কোনও বস্তুতে হাত দেয় না। যেটী তাঁহারা হাতে করিয়া দেন, তাহাই ভক্তিভাবে গ্রহণ করে।

৮। সে কখন মিথ্যা কথা কয় না। যদি সে কখন ভুলক্রমেও মিথ্যা কহে, সে তজ্জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হয়, এবং তাহাতে যদি কাহারও কোন ক্ষতি হয়, সে তজ্জন্য তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না ঘটে, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করে। সুতরাং তাহার উপর কেহই রাগ করিতে পারে না। এমন লোক নাই যে তাহাকে ভাল বাসে না।

নীতি—যে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, সে সকলেরই নিকট সদ্ব্যবহার পায়, এবং তাহার শত্রু প্রায়ই থাকে না।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত কঠিন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

অভিনিবেশ	নিষেধ	ক্রুদ্ধ	সংশোধন	কদাকার
প্রতিপালন	বিবাদ	শুদ্ধ	পরিহাস	অজ্ঞাতসারে
শুভাশুভ	প্রয়োগ	রূঢ়	ভবিষ্যৎ	অনুমতি
বিসম্বাদ	বিরক্ত	দণ্ড	প্রতিশ্রুত	ভক্তিভাবে
সৎপরামর্শ	ব্যতীত	ক্ষমা	প্রাণপণ	ভুলক্রমে
রাগ	বাক্শক্তি	সদ্ব্যবহার		

য়ুরোপীয় তুরস্কের প্রধান প্রধান নগর :—

কনষ্টাণ্টিনোপল্ (রাজধানী) স্যালোনিকা ফিলিপ্পো-পোলিস্ সোফিয়া আড্রিয়ানোপল ক্যাণ্ডিয়া

সপ্তম পাঠ।

ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

(১)

সৃজেছেন বিশ্বপতি সুনীল গগন,
তাঁহার ইচ্ছায় তৃণ হরিত-বরণ,
ফুলের সুমিষ্ট বাস, সুন্দর-বরণ,
জেনো হে নিশ্চয়, সব তাঁহারি সৃজন।

(২)

যে রবি উজ্জ্বল করে গগনে ঝলিছে,
আনন্দের স্রোতে যাঁর প্রভাবে ভাসিছে,
যাঁর করে প্রাণী আলো উত্তাপ লভিছে,
কৃতজ্ঞ হইব সেই রবি-স্রষ্টা কাছে।

(৩)

বিধাতার সৃষ্ট পাখী আনন্দে উড়িছে,
কেমন সুমিষ্ট স্বরে ভূতল পূরিছে!
যদিও বিহঙ্গবর উড়িছে গগনে
তথাপি সর্ব্বদা জাগে ছানা তার মনে।

(৪)

ঈশ্বর-আদেশে গাভী মিষ্ট দুগ্ধ দেয়,
তাঁহার আদেশে অশ্ব যান-বহ হয়;
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারিতে বিভু করিলেন—
জলের শস্যের আর মৎস্যের সৃজন।

(৫)

সুফল ধরিতে তিনি বৃক্ষে সৃজিলেন,
কার সাধ্য অপব্যয় করে তাঁর দান?
সকলের প্রতি দয়া তাঁহারি কারণ—
কোন্ প্রাণে না করিব—বল শিশুগণ?

(৬)

কোন্ প্রাণে বল আমি হইব কঠিন,—
কোন্ প্রাণে বল আমি ভুলিব সকল—
উপকার মোর যত তিনি করেছেন ?
মানুষ আমিত বটি, নহিত পাষাণ !

(৭)

কৃতজ্ঞতা—হৃদয়ের পূততম গুণ !
যাহার নাহিক তাহা, পশুর সমান—
গণিব তাহায় ! ধিক্ তাহার জীবনে—
কুণ্ঠিত যে জন হয়—দয়া-প্রতিদানে।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

রবিস্রষ্টা কৃতজ্ঞতা সুনীল তৃণ সুমিষ্ট প্রভাব প্রাণী
বিহঙ্গবর বিশ্বপতি হরিত বাস সুন্দর উত্তাপ রবি
পূততম যান-বহ উজ্জ্বল স্রোত নিশ্চয় কৃতজ্ঞ গাভী
প্রতিদান অপব্যয় আনন্দ স্রষ্টা সৃজন ভূতল অশ্ব
পাষাণ কঠিন কুণ্ঠিত জীবন পশু গুণ শস্য

রুসিয়ার প্রধান প্রধান নগরের নাম :—

সেণ্টপিটার্স্‌বর্গ ওয়ার্ষা সেবাস্তোপোল* দোর্পত
আর্কেঞ্জেল্ রিগা আষ্ট্রাকান্ নিজ্‌নি নবগোরড্
ক্রন্‌ষ্টাড্ ওডেসা মস্কাউ টিফ্লিস্।

---

* ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সমবেত ইংরাজ ও ফরাশি সেনা এই নগর অধিকার করেন।

অষ্টম পাঠ।

পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি।

১। এক সময়ে কোনও নগরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হওয়ায় চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। অসংখ্য ঘর বাড়ী জ্বলিতে লাগিল, এবং সকলেই আপন আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

২। এই সকল প্রজ্বলিত গৃহের মধ্যে একটী বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতামাতাকে লইয়া দুইটী যুবক কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া ছিল। বৃদ্ধ পিতামাতা বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, ঘরের ভিতর বসিয়া কাঁপিতেছিলেন।

৩। এমন সময় দুই ভাই পরস্পরকে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"যাঁহাদের হইতে আমরা এই অপূর্ব্ব মানবজন্ম লাভ করিয়াছি, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের অধিক-তর মূল্যের সম্পত্তি আর কি আছে? অতএব এস, ভাই! আমরা সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যে কোনও প্রকারে ইহাঁদিগের জীবন রক্ষা করি।" এই কথা বলিয়াই এক ভাই পিতাকে ও অপর ভাই মাতাকে স্কন্ধে করিয়া তুলিয়া লইল, এবং সেই দিগন্তব্যাপী অগ্নিশিখার

মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে কোনও নিরাপদ স্থানে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের জীবন রক্ষা করিল।

৪। তাহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি দেখিতে দেখিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল, তথাপি তাহারা তাহার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইল না। কিন্তু তাহারা যে বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহাই তাহারা পরম লাভ মনে করিল। সকলেই একবাক্যে তাহাদিগের এই কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

নীতি—যে সকল মানুষ ক্ষতি লাভ গণনা করিয়া গুরুতর কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করে, তাহারা নিরয়গামী হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জনেও কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেন, তাঁহারা ইহলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ ভোগ করেন।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ করঃ—

ভীষণ	অগ্নিকাণ্ড	নিবন্ধন	মানবজন্ম	বিন্দুমাত্র
নগর	হাহাকার	আত্মরক্ষা	অধিকতর	একবাক্য
সম্পত্তি	চতুর্দ্দিক্	অসমর্থ	দিগন্তব্যাপী	গুরুতর
অক্ষয়	ব্যতিব্যস্ত	পরস্পর	ভস্মসাৎ	পরিত্যাগ
অনন্ত	প্রজ্জ্বলিত	অগ্নিশিখা	নিরাপদ	পরলোক

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, ক্ষতিলাভগণনা, প্রাণবিসর্জ্জন, অবহেলা।

স্পেনের নগরাবলীর নাম :—

ম্যাড্রিড্ (রাজধানী) সেভিল্ জিব্রাল্টার্ করুণা কর্ডোভা ভ্যালেন্সিয়া স্যালাম্যাঙ্কা গ্রানাডা স্যারাগোসা টলেডো ক্যাডিজ্ বার্সেলোনা কার্থেজিনা।

নবম পাঠ।

ভবিষ্যতে বিশ্বাস।

(১)

'পারি না' গোপাল! বলেছিলে তুমি,
এ চিন্তা অলস দূরে পরিহর;
এ বাক্য অলস কভু যেন তুমি—
ওষ্ঠাগ্র হইতে করো না বাহির।

(২)

পাঠে সন্নিবেশ কর তব মন,
অনায়াসে হ'বে কণ্ঠস্থ তোমার;
ঈশ পাছে তার, একাগ্র যে জন!
ভবিষ্যতে কর বিশ্বাস স্থাপন।

(৩)

দীর্ঘশ্বাস ফেলি, অদৃষ্টে তোমার
দিও না গো দোষ! নাহিক যাহার—
বিশ্বাস ঈশ্বরে, সেই অদৃষ্টের—
দিয়া দোষ, রহে আলস্যে সুস্থির।

(৪)

(তাই বলি) 'পারি না' গো এই চিন্তা দূর কর,
নাহিক অসাধ্য কিছুই চেষ্টার;
পালন করিয়া কর্ত্তব্য তোমার,
জ্ঞানের পথেতে হও অগ্রসর।

(৫)

'পারি না' এ কথা অতি লজ্জাকর,
বলুক সে জন, অলস যে হয়;
তুমি স্কন্ধে নিজ করহে নির্ভর,
কিনা সাধ্য হয়—একাগ্র-চেষ্টায়?

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর:—

বিশ্বাস	সন্নিবেশ	কণ্ঠস্থ	ঈশ	সুস্থির
অলস	অনায়াস	অদৃষ্ট	চিন্তা	আলস্য
ওষ্ঠাগ্র	দীর্ঘশ্বাস	একাগ্র	সাধ্য	পালন

বেল্‌জিয়মের নগরাবলী:—

ব্রসেল্‌স (রাজধানী) আন্‌টার্প অষ্টেণ্ড ঘেণ্ট লীগ্‌

দশম পাঠ।

সত্যবাদী শিশু।

১। রাম-নামক একটী ছয় বৎসরের ছেলে, এক দিন অপরাহ্নে, ক্রীড়াসমাপনান্তে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া ম্রিয়মাণ ও দুঃখিতভাবে বসিয়াছিল। তাহার কোনও অসুখ হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল "না—আমার অসুখ হয় নাই।" কিন্তু সে আর কিছুই না বলিয়া নীরবে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। রাত্রিতে সে কিছুই আহার করিল না, এবং জননীর শয্যাগৃহের পার্শ্বের ঘরে গিয়া শয়ন করিল।

২। তাহার শয্যায় শয়ান হওয়ার এক ঘণ্টা পরে তাহার দাসী তাহার ঘরে গিয়া দেখিল, যে সে বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। দাসী ভয়চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা! তুমি কেন এমন করিতেছ?" শিশু উত্তর করিল—"আমার শরীর কেমন করিতেছে। তুমি শীঘ্র মাকে ডাকিয়া আন। তাঁহার নিকট আমার একটী মনের কথা না বলিলে, আমি আর কিছুতেই বাঁচিতে পারিতেছি না।"

৩। এই কথা শুনিয়া দাসী শশব্যস্তে তাহার জননীর নিকট গিয়া সবিস্তর বর্ণনা করিল। জননী ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিকট গমন করিলেন। তিনি যাইবামাত্র রাম তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল। অবশেষে সে বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিল—"মা! তুমি আমায় ক্ষমা কর। আজ আমি দুষ্ট বালকের ন্যায় একটী কুকাজ করিয়াছি। আমি একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছি, এবং তাহা তোমার নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছি। আমি আমার ভ্রাতাদিগের সহিত খেলা করিতেছিলাম। মিথ্যা কথা বলিয়া আমি তাহাদিগের উপর জয়লাভ করিয়াছিলাম, এবং জয়োল্লাসে এতদূর অন্ধ হইয়াছিলাম যে, তাহাদিগের নিকট ইহা সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলাম। আমি নিশ্চয় জানিতেছি, যে সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর এই মিথ্যাকথা বলা ও সত্য গোপনের জন্য আমার উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইবেন। আর লোকে অতঃপর আমায় দুষ্টমতি ও মিথ্যাবাদী বালক বলিয়া ঘৃণা করিবে। এই ভাবিয়া আমার মন আকুল হইয়াছে। তাই মা! তোমায় ডাকিয়াছি। তোমার নিকট প্রাণের যাতনা জানাইলে যদি কিছু শান্তি পাওয়া যায়"।

৪। এতদুত্তরে জননী বলিলেন—"বৎস! যাহারা কৃত অপরাধের জন্য সত্যই অনুতপ্ত হয়, এবং আত্ম-চরিত্র সংশোধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, ঈশ্বর নিশ্চয় তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন; এবং যদি তুমি ওরূপ কাজ পুনরায় আর না কর, তাহা হইলে সকল ভাল লোকেই তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাসিবে। একবার দোষ করিয়াছ বলিয়াই যে তুমি আর ভাল ছেলে বলিয়া গৃহীত হইবে না এরূপ নহে।

৫। বালক জননীর এই সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত হইল, এবং তাহার পর সুখে নিদ্রা গেল। পর দিন শয্যা হইতে উঠিয়াই ভ্রাতৃগণের নিকট স্বীকার করিল, যে সে মিথ্যাকথা বলিয়া তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল, এবং বলিল যে, সে যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য নিতান্ত দুঃখিত আছে। ইহার পর সে আর কখনই জীবনে মিথ্যাকথা কহিয়া কাহাকেও প্রতারিত করে নাই।

নীতি—মানুষ যে জীবনে কখনই কোনও অপরাধ করিবে না, এরূপ ঘটা দুষ্কর। কিন্তু যে অপরাধ করিয়া তাহা স্বীকার করে, এবং ভবিষ্যতে আর তাহা না করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহাকেও লোকে 'উত্তম'-শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া থাকে।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর ঃ—

ঘণ্টা	অপরাহ্ণ	ক্রীড়াসমাপনান্তে	করতলে	কপোল
বিন্যস্ত	দাসী	ম্রিয়মাণ	ভয়চকিত	শয্যাগৃহ
নীরব	আশ্বস্ত	গলা	বক্ষঃস্থল	শশব্যস্তে
সবিস্তর	গোপন	স্বীকার	মিথ্যা	অশ্রুজল
বাষ্পগদ্গদ	দুষ্টমতি	গৃহীত	দুষ্কর	নিদ্রা
প্রতারিত	আত্মচরিত্র	সংশোধন	সান্ত্বনা	শ্রেণীভুক্ত
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ	কৃতসঙ্কল্প	সর্ব্বদর্শী	জয়োল্লাস	অন্ধ

সুইডেন্ ও নর্ওয়েের নগরাবলী* ।——

ষ্টক্হলেম্ (রাজধানী)	ক্রিষ্টিয়ানা	ড্রন্থীম্
গটেন্বর্গ	অপ্সালা	বার্গেন্

একাদশ পাঠ।

ঈশ্বর-প্রেম।

(১)

ছোট ছেলে ! (তোমার) ক্ষুদ্র দুটী সহাস্য নয়ন—
উজ্জ্বল সুনীল ওই গগন যেমন !
এস তুমি শিখাইব (তোমায়) প্রণয় তাঁহার—
যে দেব আছেন ওই স্বর্গের উপর।

---

* এই দুই দেশের সমবেত নাম স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বা স্কন্দনভঃ। এরূপ প্রবাদ আছে, যে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় অসুরদিগকে এই দেশ পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে স্কন্দনভঃ কহে।

(২)

জানি আমি তাঁকে—যিনি স্রষ্টা জগতের,
ঈশ তিনি, জন্মদাতা যাবত জীবের ;
প্রেরিছেন তিনি নিত্য প্রফুল্ল পবনে,
কুসুম-তরুতে যাহা বহে মৃদু স্বনে।

(৩)

যাঁহার কৃপায় মোরা আনন্দ অপার—
ভুঞ্জিতেছি প্রতিদিন—অনিত্য সংসারে ;
কৃপা বিতরণ তিনি সবার উপর—
সমভাবে করিছেন জগৎ-মাঝারে।

(৪)

প্রেম-সাগরে তাঁহার—নাহিক জোয়ার—
নাহি ভাঁটা ! সমভাবে রহে চিরদিন !
তরঙ্গ না উঠে তাহে—সদা রহে স্থির।
তাঁহাকে প্রণতি করি—আমি দীন হীন।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

ক্ষুদ্র	সহাস্য	অনিত্য	সমভাব	তরঙ্গ	মৃদু
স্রষ্টা	নয়ন	সংসার	জন্মদাতা	সাগর	স্বন
ঈশ	প্রণয়	অপার	কুসুমতরু	প্রফুল্ল	কৃপা

ইউরোপের প্রধান প্রধান নদীগুলির নাম :—

রাইন্, সীন্, টেমস্, বল্গা, ড্যানিয়ুব, টাইবার, এল্ব, ভিশ্চুলা, রোন্, নিভা, পো।

দ্বাদশ পাঠ।

মানব-পরিবার।

১। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রীপুত্র ও কন্যা প্রভৃতি লইয়া একটী মানব-পরিবার গঠিত হয়। ইহাঁরা এক গৃহে বাস করেন, এক ছাদের অধঃস্থলে শয্যায় শায়িত হইয়া নিদ্রা যান, একস্থলে রন্ধন-করা অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করেন, এবং সাধারণতঃ একজনের কর্তৃত্বাধীনে থাকেন। অন্য কোনও প্রতিবেশী বা অপরিচিত ব্যক্তি অপেক্ষা, ইহাঁরা পরস্পরের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের অধিকতর প্রিয়। ইহাঁদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, আর সকলে প্রাণপণে তাঁহার শুশ্রূষা করেন, এবং সুচিকিৎসক দ্বারা তাঁহার চিকিৎসাদি করান। যদি কেহ মারা যান, তাহা হইলে আর সকলে তাঁহার জন্য বিশেষ শোক

করেন। সংক্ষেপতঃ বলিতেছি—ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকেন।

২। পরস্পরের সুবিধার নিমিত্ত অনেক পরিবার কাছাকাছি বাস করিয়া থাকে। অনেক সময় ইহাঁদের বাটী গায় গায় নির্ম্মিত হয়। এই নিকটবর্ত্তি-পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীবর্গ বলিয়া থাকে। এই প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ হাটে ঘাটে, মাঠে বাটে, বাজারে ও আদালতে একত্র মিলিত হন। এইরূপে এক স্থানে কতকগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইলেই একটী গ্রাম হয়। বহুসংখ্যক গৃহ ঘনসন্নিবিষ্ট ও শ্রেণীবদ্ধরূপে নির্ম্মিত হইলে ও সেই অট্টালিকা-শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে প্রশস্ত রাজপথ থাকিলেই একটা নগর হয়। যে নগরে অগণ্য অট্টালিকা আছে, এবং অসংখ্য লোক বাস করে, তাহাকেই মহানগরী কহে। যে মহানগরীতে রাজা বা রাজপ্রতিনিধি বাস করেন, তাহাকেই রাজধানী কহে; যথা কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী। এখানে ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেল্ বাহাদুর বাস করিয়া থাকেন।

৩। অনেক গ্রাম মিলিত হইয়া একটী পরগণা এবং অনেক পরগণা মিলিত হইয়া একটী জেলা হয়। বহু

গ্রাম ও নগর নগরীতে সমাকীর্ণ বহু-বিস্তৃত দেশকে একটী রাজ্য বলে। এই রাজ্য একজন রাজা, রাজ্ঞী বা রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক শাসিত। ইহার অধিবাসিবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের স্বদেশীয়। তাঁহারা এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন, এবং অনেক সময় এক ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। স্বাধীন দেশে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালীতেও তাঁহাদিগের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকে।

৪। বহু রাজ্য, দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ এবং মহাদেশ লইয়া এই পৃথিবী। ভূপৃষ্ঠে অনেক পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী, সাগর উপসাগর, মহাসাগর ও হ্রদ আছে। পিপীলিকা যেরূপ গিরিশিখরে বেড়ায়, মানুষও সেইরূপ ভূপৃষ্ঠে বেড়াইতেছে। সূর্য্যের প্রখর তাপে কোন কোন দেশের লোক কৃষ্ণবর্ণ হয়—যেমন আফ্রিকার কাফ্রিজাতি। শীতপ্রধান দেশে শীতাধিক্যনিবন্ধন লোকের গাত্রবর্ণ বরফের ন্যায় শ্বেত হইয়া যায়—যেমন ইংরাজেরা। শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিবৃন্দ ভীষণ শীত নিবারণের জন্য গাত্র লোমশ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। তথাকার অনেক লোক মাংসাশী ও পানাসক্ত। এইজন্য তাঁহাদিগের প্রকৃতি কিছু উগ্র হয়। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক প্রধানতঃ শস্য এবং ফলাদি ভক্ষণ করিয়া এবং নদী বা

সরোবরের পবিত্র জল পান করিয়া জীবন ধারণ করেন। এইজন্য তাঁহাদিগের প্রকৃতি স্বভাবতঃ কোমল।

৫। সমস্ত মানবজাতি এক ঈশ্বরের পরিবার। রাখাল যেমন তাহার পালের গরুবাছুরগুলির প্রত্যেককে চেনে, ঈশ্বর সেইরূপ তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক নরনারী, অধিক কি, প্রত্যেক কীটপতঙ্গকেও চেনেন। যে যত নীচই হউক্ না কেন, কেহই তাঁহার কৃপাকটাক্ষ হইতে বঞ্চিত নহে। প্রত্যেক প্রাণীর মঙ্গলসাধনের জন্য তিনি নিয়ত ব্যতিব্যস্ত। এরূপ দয়াময় দেবতাকে এস, আমরা প্রাণ ভরিয়া ডাকি। তিনি কৃপা করিলে আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

পরিবার	রন্ধন	কর্ত্তৃত্বাধীন	রাজ্ঞী
অধঃস্থল	ঘনিষ্ঠ	সুচিকিৎসক	শ্বেত
প্রতিবেশী	শুশ্রূষা	বহুসংখ্যক	তাপ
চিকিৎসা	নির্ম্মিত	ঘন-সন্নিবিষ্ট	সৃষ্ট
সংক্ষেপতঃ	প্রশস্ত	শ্রেণীবদ্ধরূপে	কৃপা
অট্টালিকা	অগণ্য	মহানগরী	রাজপথ

শাসিত	রাজপ্রতিনিধি	রাজধানী	ভূপৃষ্ঠ
ভারতসাম্রাজ্ঞী	সমাকীর্ণ	পর্ব্বত	বহু-বিস্তৃত
হস্তক্ষেপ	প্রখর	স্বদেশীয়	দেবতা
আভ্যন্তরীণ	আচ্ছাদিত	মঙ্গল	গিরিশিখর
পিপীলিকা	গ্রীষ্মপ্রধান	পানাসক্ত	শীতপ্রধান
সরোবর	কৃষ্ণবর্ণ	শীতাধিক্য	ব্যতিব্যস্ত
সর্ব্বাঙ্গীন	কৃপাকটাক্ষ	বঞ্চিত	দয়াময়

ইউরোপের দেশ	রাজধানী	ইউরোপের দেশ	রাজধানী
ইংলণ্ড	লণ্ডন	সুইজার্লণ্ড	বারন্
স্কট্‌লণ্ড	এডিন্‌বরা	বেলজিয়ম্	ব্রসেল্‌স
আয়র্লণ্ড	ডব্‌লিন্	হলণ্ড	আমষ্টার্ডাম্
ফ্রান্স	পারিশ	ডেন্‌মার্ক	কোপেন্‌হেগেন্
স্পেন্	ম্যাড্রিড্	সুইডেন্	ষ্টকহলম্
পর্টুগ্যাল্	লিস্‌বন্	নর্‌ওয়ে	ক্রিষ্টিয়ানা
ইতালী	রোম্	জার্ম্মান্‌সাম্রাজ্য	বার্লিন্
অষ্ট্রিয়া	ভায়েনা	তুরস্ক	কনষ্টাণ্টিনোপল্
গ্রীস	এথেন্‌স	সার্ভিয়া	বেল্‌গ্রেড্
রোমানিয়া	বুচারেষ্ট	মণ্টিনিগ্রো	ঝেটিনি

ত্রয়োদশ পাঠ।

দানশীলতা।

(১)

দেখেছ কি বৃদ্ধ এক ভিখারিরে দ্বারে ?
দয়া কর তার প্রতি, তাড়ায়োনা তারে ;
শীতেতে ক্ষুধায় তার কম্পিত-শরীর !
পারে না করিতে কাজ বৃদ্ধ অতঃপর।

(২)

প্রিয়পুত্রগণ ! যাও ধরে আন তারে,
আগুনের সেক দিয়া বাঁচাও তাহারে ;
খেতে দেও তারে যাহা কিছু আছে ঘরে,
বসন আনিতে যাও শেষেতে বাজারে।

(৩)

বসন আনিয়া কর শীত নিবারণ,
নহিলে মরিবে বৃদ্ধ জেন পুত্রগণ !
এরূপ করিলে দান বহু পুণ্য হবে,
পুণ্যপুঞ্জবলে স্বর্গে তোমরা যাইবে।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

দ্বার	ভিখারী	কম্পিত-শরীর	অতঃপর	দয়া
বসন	পুণ্যপুঞ্জবলে	নিবারণ	প্রতি	বাজারে
ক্ষুধা	শীত	সেক	পুণ্য	স্বর্গে

সুইজর্লণ্ডের নগরাবলী ;—

বার্ন্ (রাজধানী)	ঝুরিক্	লসেন্
বাসল্	নিউস্যাটেল	জেনিভা

চতুর্দ্দশ পাঠ।

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা।

১। যদি আমরা নিয়ত স্বাস্থ্য ভোগ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে। এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আর একটী নাম বাহ্যশুচি। এই বাহ্যশুচি ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। চিত্ত শুদ্ধ না হইলেও ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। যে বাহ্যশুচি দ্বারা ইহলোকে স্বাস্থ্য ও পর-লোকে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে, সে বাহ্যশুচির অনুশীলন যে একান্ত আবশ্যক, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

২। বাহ্যশুচির অনুশীলনের প্রধান উপাদান—শরীর, বস্ত্রাদি ও বাসগৃহকে সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা।

৩। শরীরকে সুস্থ অবস্থায় রাখিতে হইলে প্রতিদিন পরিষ্কার জলে স্নান করিতে হইবে। নদীর জলে স্নান করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। বৈকালে বিদ্যালয় হইতে আসিয়া ভিজা গামছা দ্বারা গা মুছিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে সমস্ত দিন ঘাম হইয়া শরীরে যে মলা পড়িয়াছে ও দুর্গন্ধ হইয়াছে, তাহা দূরীভূত হইয়া শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, এবং পাঠনা ও উপাসনায় মনঃসংযোগ ও রাত্রিতে সুনিদ্রা হইবে। শিশুগণ! এরূপ করিলে তোমাদের শরীর নীরোগ হইবে, এবং তোমরা দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইবে।

৪। চর্ম্মের উপর যে সকল পরিচ্ছদ পরা যায়, সতত তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কারণ গাত্রের মলা তাহাতে লাগিয়া শীঘ্রই সে সকল মলিন হইয়া যায়। যাহাদিগের বস্ত্রাদি ঘন ঘন ধোপার বাড়ী দেওয়ার শক্তি নাই, তাহাদিগের বস্ত্রাদি সর্ব্বদা গরমজলে ধৌত করিয়া লওয়া উচিত। পরিচ্ছদ ও বস্ত্রাদি বিভিন্ন বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী হইলে ভাল হয়। যাহাতে বস্ত্র ও পরিচ্ছদাদিতে ধূলি বা মলা মাটী না লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

৫। আমাদের শয়ন-গৃহে ধূলা বা ময়লা জমিতে

দেওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে নানাজাতীয় পোকা জন্মিয়া আমাদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট করিবে। বিছানা অপরিষ্কার থাকিলে তাহাতে ছারপোকা জন্মিয়া আমাদিগের রক্ত শোষণ করিবে এবং আমাদের নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত করিবে।

৬। শয়ন-গৃহ বায়ু-সঞ্চালিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। রাত্রিতেও যাহাতে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। নতুবা আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে দূষিত বায়ু নির্গত করি, তাহা দ্বারা গৃহের সমস্ত বায়ু বিষাক্ত হইয়া যাইবে, এবং প্রশ্বাস দ্বারা সেই বিষাক্ত বায়ুই আমাদিগকে আবার গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে শীঘ্রই জীবন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

৭। বাসগৃহ ও পরিচ্ছদাদির ন্যায় চুল, হাত, পা ও মুখাদিও পরিষ্কার রাখিতে হইবে। শরীরের কোনও অংশ অপরিষ্কার থাকিলে, তাহা হইতে কোন না কোনও রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শিশুগণ! তোমরা সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গীন শুচি লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে তোমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক—উভয়বিধ মঙ্গল হইবে।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ ও বানান কর :—

পরিষ্কার	স্বাস্থ্য	নিয়ত	অনুশীলন	পরিচ্ছন্ন
বাহ্য	ব্যতীত	চিত্তশুদ্ধি	শুচি	একান্ত
নানাজাতীয়	ইহলোক	মুক্তি	সন্দেহ	অপরিষ্কার
পরলোক	স্নান	দুর্গন্ধ	শয়ন-গৃহ	উপাদান
ঋতু	সুনিদ্রা	বায়ু-সঞ্চালিত	দূরীভূত	ধূলি
নীরোগ	উভয়বিধ	স্ফূর্ত্তিযুক্ত	রক্ত	শোষণ
পরিধান	ব্যাঘাত	পরিচ্ছদ	দূষিত	উপযোগী
নির্গত	বন্দোবস্ত	ঐহিক	বাসগৃহ	মঙ্গল
সর্ব্বাঙ্গীন	পারত্রিক	উভয়-বিধ	সমস্ত	চুল

বোম্বে প্রেসিডেন্সীর নগরাবলী :—

বোম্বাই	বরোচ	আমেদনগর	পুনা
আমেদাবাদ	সুরাট	করাচী	হায়দরাবাদ

পঞ্চদশ পাঠ।

সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা বড় ভাল।

(১)

প্রত্যেক স্থানেতে ফুল হয় মুকুলিত,
প্রত্যেক পাহাড় গুহা কুসুমে শোভিত ;
আহা কি সুন্দর তারা দেখিতে নয়নে,
কেমন মধুর বাস বিতরিছে ঘ্রাণে !

(২)

ছোট ছোট পাখিগুলি উড়িছে গগনে,—
পক্ষোপরি আনন্দিত প্রফুল্লিত মনে!
আকাঙ্ক্ষী শুনিতে রম্য উহাদের গান,
(কবে) উহাদের মত হব উল্লাসিত-প্রাণ?

(৩)

চৌদিকে খেলিছে কিবা মেষশাবদল!
চাকের চৌদিকে ঘোরে মধুপ-সকল!
বাহিরে উল্লাসে উড়ে প্রজাপতি-দল!
বিধাতার রাজ্যে হয় আনন্দ কেবল!

(৪)

যোগ দিব আমি এই আনন্দ-মেলায়,
গাইব বিভুর নাম পাড়ায় পাড়ায়!
মস্তকে রাখিয়া তাঁরে কাটাইব কাল,
হইবে তাহাতে মোর জীবন সফল।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর:—

মুকুলিত	গূহা	শোভিত	উল্লাসিত-প্রাণ
পক্ষোপরি	ঘ্রাণ	আকাঙ্ক্ষী	মেষশাবদল
আনন্দিত	গান	উল্লাস	মধুপ-সকল
প্রফুল্লিত	বিভু	সফল	আনন্দ-মেলা

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নগরাবলী :—

মান্দ্রাজ	ত্রাঙ্কুবার	উত্তকমন্দ
মচ্লিপত্তন	তাঞ্জোর	ম্যাঙ্গালোর
রাজমাহেন্দ্রী	মাদুরা	কোনানোর
আর্কট	কইম্বাটুর	ত্রিচিনোবলী

ষষ্ঠদশ পাঠ।

ছাগ বা ছাগল।

১। শীতপ্রধান দেশের ছাগল আকারে প্রায় মেষের মত ; কিন্তু ইহার সরল বা বক্র শৃঙ্গগুলি অধিকতর লম্বা, এবং ইহার গাত্র পশমের পরিবর্ত্তে লম্বা লম্বা

চুলে আবৃত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ছাগলের লোম লম্বা নহে, কিন্তু ইহা চিক্কণ ও মসৃণ।

২। ছাগল এত কর্ম্মঠ যে ইহা অতিশয় খাড়া উচ্চ পর্ব্বত বহিয়া উঠিতে পারে, এবং উচ্চতম পাহাড়ে উঠিয়া অত্যন্ত নির্ভয়ে লাফাইয়া বেড়াইতে পারে।

৩। ঘাস ও তরুপল্লবই তাহার প্রধান আহার। এতদ্ভিন্ন সে সর্ব্বপ্রকার শস্য, সর্ব্বপ্রকার শাক সবুজা, বৃক্ষশাখার কোমল অগ্রভাগ এবং চারাগাছের কচি কচি ছালও খাইয়া থাকে। ছাগলের দৌরাত্ম্যে গৃহস্থের বাগানে কিছু থাকিতে পায় না। সুতরাং ছাগল গৃহস্থের বিশেষ অপকারী।

৪। গরিব লোকেরা অনেক ছাগল পুষিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা ছাগলের দুগ্ধে মাখন ও পনির, তাহাদের চর্ম্মে লেদার বা জুতার চামড়া, এবং তাহাদের শৃঙ্গে ছুরীর বাঁট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

৫। অনেক লোক শুদ্ধ দুগ্ধের জন্য ছাগল পোষে। ছাগলের দুগ্ধ দুর্ব্বল লোকদের পক্ষে বিশেষ উপকারী, এবং ইহার দাম সাধারণতঃ গোদুগ্ধ অপেক্ষায় অতিশয় অধিক।

৬। হিন্দুজাতি ছাগমাংস আহার করিতে অধিক

ভাল বাসেন। এইজন্য হিন্দুদেব-দেবীর সম্মুখে ছাগ-বলিই অধিক হইয়া থাকে। মুষলমানেরা ছাগী-মাংস অধিক ভালবাসেন বলিয়া, তাঁহাদিগের পর্ব্বাদিতে অধিক পরিমাণে ছাগী জবাই হইয়া থাকে।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ ও বানান কর :—

মেষ	আকার	তরুপল্লব	বৃক্ষশাখা
বক্র	সরল	এতদ্ভিন্ন	অগ্রভাগ
গাত্র	চিক্কণ	সর্ব্বপ্রকার	অপকারী
শৃঙ্গ	মসৃণ	সাধারণতঃ	ছাগবলি
লম্বা	কর্ম্মঠ	পরিমাণ	দৌরাত্ম্য
লোম	পর্ব্বত	গৃহস্থ	উচ্চ
খাড়া	নির্ভয়ে	চর্ম্ম	দুর্ব্বল
পদ্ম	গোদুগ্ধ	ছাগ	ছাগী

ভারতের করদ ও মিত্ররাজ্য :—

কুচবিহার	গুইকুমারের রাজ্য	ত্রিবাঙ্কুর	সিন্ধিয়ার রাজ্য
মণিপুর	কাত্তিয়ার রাজ্য	রাজপুতানা	হোল্‌কার রাজ্য
রামপুর	কচ্ছ	রেওয়া	বিদর্ভ বা বিদর
ভাওলপুর	নিজামের রাজ্য	বুন্দেলখণ্ড	ভূপাল

সপ্তদশ পাঠ।

বিদ্যা ও জ্ঞান।

(১)

শুন শিশুগণ! ক্ষণস্থায়ি এ জীবন,
চিরদিন তরে কেহ আসেনি ধরায়।
যে জন বৃথায় কাল নিয়ত কাটায়,
পরিণামে বড় দুঃখ পায় সেই জন।

(২)

তোমরা সকলে এই বেলা সযতনে,
কর বিদ্যাধন ধর্ম্মরত্ন আহরণ;
অমূল্য সে ধন রত্ন! বিনা আকিঞ্চনে,—
সহজে না মিলে, তাই কর আকিঞ্চন।

(৩)

বিদ্যা বিনা কেহ মান পায়না ভুবনে;
ধর্ম্ম বিনা বিদ্যা হয় অনিষ্টের মূল;
থাকিতে ইন্দ্রিয় অন্ধ বঞ্চিত দর্শনে,
ধর্ম্মহীন বিদ্যাবান্ দেখেন অকূল।

(৪)

নাহিক তাঁহার শান্তি—জ্বলে হুতাশন—
দিবানিশি হৃদি তাঁর—মিটে না পিয়াস—
কভু কিছুতেই ! সদা প্রাণ উচাটন !
বলবতী দুরাকাঙ্ক্ষা করে তাঁরে গ্রাস।

(৫)

শান্তি নাই সুখ নাই !—ইন্দ্রিয়-নিচয়—
নব নব ভোগ্য বস্তু, নিয়ত গো চায় !
পাইলে নিবৃত্তি নাই !—অগ্নিতে যেমন—
ঘৃতাহুতি দিলে বাড়ে—ইহাও তেমন।

(৬)

যত পায় তত চায়—নিবৃত্তি কখন—
হয়না তাদের, সদা নব নব চায় !
ধর্ম্মহীন বিদ্যাবান্ ইন্দ্রিয়-অধীন,
তাঁহার জীবন তাই বিড়ম্বনা-ময়।

(৭)

তাই বলি শিশুগণ ! শৈশব সময়,
বিদ্যা সহ ধর্ম্ম সদা কর উপার্জ্জন।
মিশিবে তাহ'লে যেন সোহাগা সোণায় ;
ধর্ম্মাধীন বিদ্যা হয় মঙ্গল-নিদান।

(৮)

অতুল ঐশ্বর্য্য বিদ্যা দিবে গো তোমায়,
ধর্ম্ম দিবে জ্ঞান-নেত্র অতি সমুজ্জ্বল ;
সেই নেত্র সদা শিশু দেখাবে তোমায়,
সংসার কর্ত্তব্য-ক্ষেত্র—পরীক্ষার স্থল।

(৯)

করিতে কেবল ভোগ আমরা হেথায়—
আসি নাই—আসিয়াছি প্রাণ-বিসর্জ্জনে;
তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে ধরায়,
তত্ত্বজ্ঞান জন্মে বিদ্যা-ধর্ম্ম-উপার্জ্জনে।

(১০)

তাই বলি শিশুগণ শৈশব-সময়,
আরম্ভ করগো বিদ্যা-জ্ঞান-উপার্জ্জনে,
পাইবে অনন্ত সুখ স্বর্গে ও ধরায়,
পরিণামে লয় হবে নিত্য নিরঞ্জনে।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

ক্ষণস্থায়ী সযতনে আকিঞ্চনে তরে পরিণাম নিয়ত
ধর্ম্মরত্ন বঞ্চিত আহরণ অমূল্য অকূল হুতাশন
পিয়াস দিবানিশি উচাটন দুরাকাঙ্ক্ষা গ্রাস ইন্দ্রিয়নিচয়
বিড়ম্বনাময় মঙ্গলনিদান ধর্ম্মাধীন সমুজ্জ্বল ঐশ্বর্য্য পরীক্ষা
কর্ত্তব্যক্ষেত্র তত্ত্বজ্ঞান বিসর্জ্জন অনন্ত নিরঞ্জন নিত্য

মহীশূর ও কূর্গ রাজ্য—মহীশূর, বাঙ্গালোর, মার্কারা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পাঠ।

চেতন পদার্থ।

সকল পদার্থেরই দুইটী নাম আছে—একটী ব্যক্তিগত ও একটী জাতিগত। যে নামদ্বারা সমস্ত জাতির একটীকে বুঝায়, তাহাই ব্যক্তিগত নাম—যথা রাম, শ্যাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি। এগুলি মানবজাতির ব্যক্তিবিশেষের নাম। আর যাহা দ্বারা একটী শ্রেণী বা জাতি বুঝায়—তাহাই জাতিগত নাম; যথা মানব, অশ্ব, গো ইত্যাদি। এক এক জাতির অভ্যন্তরে অনেক অবান্তর জাতি আছে। তাহাদের নামকেও জাতিগত নাম কহে। 'জন্তু' শব্দ চেতন পদার্থের জাতিগত বা সাধারণ নাম। এই জন্তুজাতির অভ্যন্তরে—মানব, চতুষ্পাদ, পক্ষী, অশ্ব, গো, মহিষাদি অসংখ্য অবান্তর জাতি আছে। যে সকল সাধারণ লক্ষণের দ্বারা জন্তুগণ পরিচিত, তাহা এই—১ম, তাহারা মুখদ্বারা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, এবং ২য়, মুখ ও নাসিকা দ্বারা নির্ম্মল বায়ু গ্রহণ ও শরীরের দূষিত বায়ু

নিঃসারণ করিয়া থাকে। প্রথম ক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগের শরীরের পুষ্টিসাধন হয়, এবং দ্বিতীয় ক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগের শরীর রক্ষা হয়। প্রতিদিন আহার যোজনা না হইলে দেহ যেমন দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে, সেইরূপ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার কোনও ব্যাঘাত ঘটিলে, দেহ অচিরাৎ লয়প্রাপ্ত হয়।

অধিকাংশ জন্তুরই পাঁচটী করিয়া ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানপথ আছে। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের নাম—১ চক্ষু, ২ কর্ণ, ৩ নাসিকা, ৪ জিহ্বা ও ৫ ত্বক্। চক্ষুদ্বারা ইহারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ ও জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন এবং ত্বক্ বা চর্ম্মদ্বারা স্পর্শ অনুভব করে।

পুত্তলিকা।

পুত্তলিকার চেতনা নাই বলিয়াই পঞ্চ ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও ইহা দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শন—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এই পঞ্চ কার্য্য সাধন করিতে পারে না। ইহা নয়ন থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, নাসিকা থাকিতেও বস্তুর ঘ্রাণ-গ্রহণে অসমর্থ, রসনা থাকিতেও রসাস্বাদনে বিধুর, এবং ত্বক্ থাকিতেও স্পর্শ-সুখানুভবে বঞ্চিত। মানুষ ইহাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি সমস্ত

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিতে পারে, এবং বিবিধ বসন ভূষণে ইহাকে বিভূষিত করিতে পারে বটে, কিন্তু কিছুতেই ইহাতে চৈতন্যসঞ্চার করিতে পারে না। ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ চেতনা দিতে পারেন না। মানুষ পুত্তলিকাকে গতিশক্তি ও বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত দিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও আজও ইহাকে চেতনা দিতে পারেন নাই।

জন্তু-বিভাগ।

পৃথিবীতে যে সমস্ত জন্তু বা প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম জলচর, ২য়, স্থলচর ও ৩য়, উভচর। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম জন্তু পর্য্যন্ত সকলেই এই তিন শ্রেণীর কোন না কোনটীর অন্তর্ভুক্ত। যে সকল প্রাণী শুদ্ধ জলে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম, তাহাদিগকে জলচর কহে। শুদ্ধ স্থলই যাহাদিগের প্রাণ-ধারণের একমাত্র অনুকূল, তাহারা স্থলচর নামে অভিহিত হয়। আর যাহারা জল ও স্থল—ইচ্ছামত উভয় স্থানেই বাস করে—তাহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে। জলজন্তুর মধ্যে মীনই প্রধানতঃ জলচর—কারণ জল বিনা মীন কিছুতেই বাঁচিতে পারে না। হাঙ্গর, কুম্ভীর, তিমি প্রভৃতি জন্তু-

গণ প্রধানতঃ জলে বাস করে বলিয়া তাহাদিগকে জল-জন্তু কহে। কিন্তু জলে ও স্থলে ইচ্ছামত বিচরণ করে বলিয়া তাহারা উভচর-শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে। মানবজাতি, পশুজাতি ও কীটাদি একমাত্র স্থলে বাস করে বলিয়া প্রধানতঃ স্থলচরশব্দবাচ্য। এই সকল জন্তু ভূপৃষ্ঠে বাস করে বলিয়া ইহাদিগকে ভূচর জন্তুও বলা যাইতে পারে। যে সকল প্রাণী আকাশে বিচরণ করে—তাহাদিগকে খেচর কহে। পক্ষিজাতিই খেচর শব্দের প্রতিপাদ্য। এই অনন্ত আকাশ অগণ্য কীটাণুতে পরিপূর্ণ। পঙ্কে শৈবাল ও নলিনী প্রভৃতি উদ্ভিদ্ও জন্মে বটে, কিন্তু যেমন শুদ্ধ কমলিনীকেই পঙ্কজিনী বলে, সেইরূপ অনন্ত ও অগণ্য কীটাণু গগণবিহারী হইলেও বিহঙ্গকুলই কেবল খেচর নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।

ভূচর ও খেচর জন্তু।

ভূচর ও খেচর জন্তুগণের মধ্যে মানবজাতিই বুদ্ধি ও জ্ঞান-বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং বিদ্যাবুদ্ধি-প্রভাবে সামান্য কীটাণু হইতে প্রবল-পরাক্রমশালী পশুরাজ সিংহ*

পর্য্যন্ত সকলের উপর একাধিপত্য করিতেছেন। অধিক

কি বলিব—অমিতবলশালী স্থূলতম দেহধারী গজেন্দ্র* পর্য্যন্ত মানবের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের কার্য্য করিতেছে।
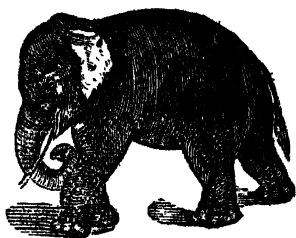
ভূচর জন্তুগণের মধ্যে মানবজাতির নিম্নেই পশুজাতির প্রাধান্য। পশুজাতির চারি খানি পা আছে বলিয়া ইহাকে চতুষ্পদও বলে। অধিকাংশ পশুরই গাত্র লোমশ বা লোমে আবৃত। পশুগণের লাঙ্গূল ও পুচ্ছ কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদিগের হস্তের কার্য্য করিয়া থাকে। মক্ষিকা ও দংশ প্রভৃতি যখন তাহাদিগকে দংশন করিতে থাকে, তখন তাহারা লাঙ্গূল বিক্ষেপ দ্বারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। এই পশুজাতির মধ্যে কতকগুলি বন্য এবং অবশিষ্ট গুলি গৃহপালিত। বন্য পশুগণ প্রায়ই হিংস্র-প্রকৃতি এবং গৃহপালিত পশুগণ সচরাচর শান্ত ও অনুগত হইয়া থাকে। হিংস্র জন্তুগণের মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক ও গণ্ডার প্রধান। হস্তী ও মহিষ বন্য অবস্থায় যেমন দুর্দ্দান্ত, পালিত হইলে আবার সেইরূপ নমনীয় হয়। গৃহপালিত পশুগণের মধ্যে—গো, অশ্ব, গর্দ্দভ, মেষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রধান।

পশুজাতির কতকগুলিকে আবার অন্যরূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদিগের কতকগুলি লিপ্তপদ ও কতকগুলি খণ্ডিত-পদ। যাহাদের খুর খণ্ডিত বা বিভক্ত নহে—তাহাদিগকে লিপ্তপদ, আর যাহাদের খুর দ্বিধা বিভক্ত, তাহাদিগকে খণ্ডিত-পদ কহে। গো, মেষ, মহিষ ও ছাগলাদির পায়ের খুর দ্বিধা বিভক্ত, সুতরাং ইহাদিগকে খণ্ডিত-পদ বলা যাইতে পারে। আর অশ্ব* ও

গর্দ্দভাদির খুর অখণ্ডিত বা অবিভক্ত—সুতরাং তাহারা লিপ্তপদ-বাচ্য। পশুজাতির মধ্যে আর এক শ্রেণী আছে, যাহাদের পায়ে খুরের পরিবর্ত্তে নখর বা নখ আছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল ও কুক্কুরাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শীতপ্রধান দেশের পশুগণের লোম সচরাচর দীর্ঘ হইয়া থাকে। শীত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিধাতা এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঘন ও দীর্ঘ লোমে অপরিমিত উত্তাপ পরিরক্ষিত করার কোনও আবশ্যকতা নাই বলিয়া, এখানকার পশুগণের গাত্রে তিনি বিরল ও চিক্কণ লোম প্রদান করিয়াছেন। বিধাতার এই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সুচতুর মানুষ

মেষাদির লোম কাটিয়া শীত নিবারণের জন্য কম্বল, বনাতাদি গরম কাপড় প্রস্তুত করিয়া থাকে। তিব্বৎ ও কাশ্মীর দেশের লোকেরা ছাগলের লোম কাটিয়া লইয়া তাহা হইতে অপূর্ব্ব শাল রুমালাদি বয়ন করিয়া থাকে। অনুকরণ-প্রিয় মানব বিধাতার শিল্পকৌশলের অনুবর্ত্তন করিয়া স্বজাতির সুখসীমা অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে।

গো, অশ্ব, মেষ, গর্দ্দভ*, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুগণকে গ্রাম্য পশুও কহে। ইহারা প্রধানতঃ
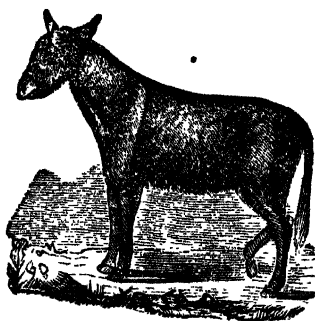
তৃণ, লতা, পাতা, ফল, মূলাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা মানুষের আলয়ে থাকিয়া— বিবিধ প্রকারে মানুষের উপকার করে। মানুষের নিকট অতি সামান্য আহার পাইয়াও, সন্তুষ্টচিত্তে অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাহার প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। গাভী জননীর ন্যায় আমাদিগকে দুগ্ধদান করিয়া পরিপুষ্ট করে। ষণ্ড ও

বলদাদি আমাদিগের হলকর্ষণ করিয়া এবং একস্থানের খাদ্যদ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, আমাদের প্রাণ-ধারণের উপায় বিধান করিয়া দেয়। অশ্ব আমাদিগকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়। গর্দ্দভ আমাদিগের বস্ত্রাদি বহন করে। কুক্কুর রজনীতে আমাদের দ্বারে প্রহরীর কার্য্য করিয়া থাকে। বিড়াল সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া ইন্দুর ও মূষিকাদি হইতে আমাদের গৃহ-সামগ্রী পরিরক্ষিত করে। বেতনভুক্ ভৃত্যও ইহাদের ন্যায় গৃহস্থের শুভাকাঙ্ক্ষী নহে। এরূপ উপকারী জন্তু-গণের উপর আমাদের কোনমতে অসদ্ব্যবহার করা উচিত নহে।

স্থলচর জন্তুর মধ্যে পশুজাতির নিম্নেই সরীসৃপ। সরীসৃপ শব্দের অর্থ পুনঃপুনঃ সর্পণশীল। সর্প এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সর্পের পা নাই, অথচ ইহা বুকের উপর ভর দিয়া পুনঃপুনঃ সর্পণ করিতে পারে—অর্থাৎ অতি ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইতে পারে। সর্পের মসৃণ ও চিক্কণ গাত্রচর্ম্ম তাহার এই ক্ষিপ্রগতির বিশেষ অনুকূল। সর্প অতি ক্রূর-স্বভাব। ইহার দংশনেচ্ছা অতি বলবতী। ইহার ক্রোধও অতি প্রচণ্ড। রজনীর অন্ধকারে যদি কেহ ঘটনাক্রমে ইহার গাত্রে পদাঘাত করে,

তাহা হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ ফণা ধরিয়া উঠিয়া কালান্তক যমের ন্যায় তাহাকে দংশন করে। দংশনকালে ইহার দন্ত হইতে একরূপ লালা নির্গত হয়, তাহাকে বিষ বলে। গোক্ষুর ও কৃষ্ণসর্পের বিষ অতি ভয়ানক। এই দুই সর্প দংশন করিলে মানুষ প্রায় বাঁচেনা। বোড়াসাপের বিষও প্রাণঘাতক। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন ঈশ্বর জীবের ধ্বংসবিধানের জন্যই সর্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শনে দেখিলে জানিতে পারা যায় যে জীবের প্রাণরক্ষার জন্যই সর্পের সৃষ্টি। যে কার্ব্বন্ বায়ু জীবননাশক, সর্পেরা সেই বায়ু ভক্ষণ করিয়াই প্রধানতঃ প্রাণধারণ করে। সর্প না থাকিলে ভূপৃষ্ঠস্থিত বায়ুস্তর নিতান্ত দূষিত হইত। এতদ্ভিন্ন সর্পবিষে বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধোঁড়া ও হেলে প্রভৃতি সাপের বিষ নাই। সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা ইষ্ট বই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। ইষ্ট—দূষিত বায়ুর সংশোধন।

কচ্ছপ, ভেক, গোসাপ, গিরগিটি, টিক্‌টিকি প্রভৃতিও সরীসৃপ, কারণ উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা দিয়া পুনঃ পুনঃ উৎসর্পণ বা উল্লম্ফন করিয়া থাকে। ভেক ও কচ্ছপকে উভচরও বলা যাইতে পারে। কারণ ভেক ও কচ্ছপ স্থল ও জল—উভয় স্থানেই থাকিতে পারে। গোসাপ ও

গিরগিটিও জল ও স্থলে থাকিতে পারে। সরীসৃপের মধ্যে ভেক ও টিক্‌টিকি অতি নিরীহ। অনেক দুষ্ট বালক কৌতুকচ্ছলে ভেকের গায়ে ঢিল ছোড়ে ও টিক্‌টিকির লেজ কাটিয়া দেয়। এরূপ করা গুরুতর নিষ্ঠুরতা।

স্থলজন্তুর মধ্যে কীট অতি ক্ষুদ্র ও হেয়। কৃমি, কেঁচো, উকুন, ছারপোকা প্রভৃতি বিবিধ পোকা, পিপীলিকা, উই, ঘুণ প্রভৃতি ক্ষুদ্রজন্তু এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষিগণের আহার যোজনা করা ভিন্ন কীট সৃষ্টির আর কোনও উদ্দেশ্য আছে কিনা বলিতে পারি না।

পতঙ্গজাতিও একপ্রকার স্থলচর জন্তু। কীট জাতির ন্যায় ইহারাও বিহঙ্গকুলের আহারসামগ্রী। পাখনার উপর ভর দিয়া উড়িয়া বেড়ায় বলিয়া ইহাদিগকে পতঙ্গ কহে। মক্ষিকা, মৌমাছী, মশক, দংশ, ভ্রমর, প্রজাপতি* প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পতঙ্গের মধ্যে প্রজাপতি অতি সুন্দর ও
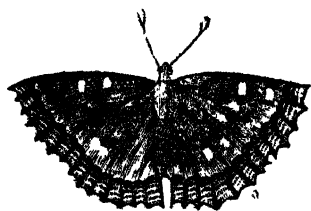
নিরীহ। মশক, দংশ ও মক্ষিকা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অশেষ ক্লেশদায়ক হয়। পতঙ্গজাতির মধ্যে মধুমক্ষিকা

বা মৌমাছী বিশেষ শিল্পনিপুণ ও কর্ম্মঠ। ইহারা পুষ্পে পুষ্পে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া মধু আহরণ করে এবং সেই

আহৃত মধু মধুচক্রে* বা মৌচাকে কোষজাত করে। রাত্রিতে মধু মক্ষিকারা দেখিতে পায় না। সেই সময়, ধূর্ত্ত মানব সেই মৌচাক ভাঙ্গিয়া আনে, এবং মৌচাক ভাঙ্গিয়া মধু বাহির করে, ও তাহা গলাইয়া মোম্‌বাতী প্রস্তুত করে।

জলচর জীব।

জলচর জন্তুর মধ্যে মৎস্যই প্রধান। মৎস্য জলেই থাকে। অধিকাংশ মৎস্য স্থলে উঠিলেই মরিয়া যায়। ইহার গাত্র সূক্ষ্ম ও পিচ্ছিল ছালে আবৃত। সেই ছাল আবার মসৃণ ও চিক্কণ শল্ক বা আঁইসে পরিরক্ষিত। সিঙি, মদ্গুর বা মাগুর, সইল, পাঁকাল, বোয়াল প্রভৃতি মৎস্যের গাত্রে শল্ক নাই। মৎস্যের দুই পার্শ্বে দুই ডানা আছে, এই ডানা ঠিক্ দাঁড়ের কাজ করে। আর ইহার পশ্চাতে যে পুচ্ছ বা পোঁচা আছে, তাহাই হালের কাজ করে। সুতরাং এক একটী মাছ এক একখানি সজীব নৌকা বলিলেও হয়। এই ডানা ও পুচ্ছের বলে ইহারা

অতিবেগে সন্তরণ করিতে পারে। মৎস্যের মধ্যে রোহিত বা রুই, মৃগেল, বোয়াল ও চিতোল্ প্রভৃতি অতি সুস্বাদ ও তেজস্কর। রুই, মাগুর ও সিঙি পীড়িত লোকের পক্ষে বলকর; এবং চিঙড়ী, গল্দাচিঙড়ী, ইলিস্, তপ্সী প্রভৃতি বিশেষ তৃপ্তিকর। মওরলা, খয়রা, পুঁটি প্রভৃতি ছোট ছোট সাদা মাছ্গুলি অতি সুস্বাদু। মৎস্য জলের পক্ষে বিশেষ উপকারী। প্রতিদিন লোকে স্নানকালে বা অন্য সময় জলে যে সকল বিষাক্ত ময়লা প্রক্ষেপ করে, মৎস্যগণ প্রতিনিয়ত তাহা ভক্ষণ করিয়া জলের মলিনতা দূর করে। যে পুষ্করিণীতে মাছ নাই, সে পুষ্করিণীর জল কখনই ভাল থাকিতে পারে না। এই জন্য বৎসর বৎসর পুষ্করিণীতে মাছের ছানা ফেলার নিয়ম আছে। মৎস্য এত উপকারী বলিয়া অনেকে পুষ্করিণীর মৎস্য মারিতে দেয় না। মৎস্যেরা শুদ্ধ ময়লা খাইয়া থাকে না, তাহারা কীটাদিও ভক্ষণ করে। বড় বড় মাছ আবার ছোট ছোট মাছও খায়। কখন কখন এক একটী বড় মাছের পেটে দুই একটী ছোট মাছ অবিকৃতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে মৎস্যের গর্ভে ডিম জন্মে। সেই সময় মাছ খাইলে মাছ জন্মানোর ব্যাঘাত হয়। এই জন্য প্রাচীন আর্য্যেরা এই সময় চাতুর্ম্মাস্য করিতেন,

অর্থাৎ চারি মাস মাছ ত্যাগ করিতেন। এই নিয়ম মানিয়া লোকে এখন চলেনা বলিয়া মৎস্যজাতির ক্রমেই ধ্বংস হইতেছে।

মৎস্যের মধ্যে তিমি মৎস্য অতি বৃহৎ। ইহা যখন স্থিরভাবে সমুদ্রের জলে ভাসিয়া থাকে, তখন অনেকে দ্বীপজ্ঞানে জাহাজ হইতে ইহার উপর নামিয়া ইহার সহিত অতল জলধিজলে নিমগ্ন হয়। আর একপ্রকার সামুদ্রিক মৎস্য আছে—তাহাকে কড্ বলে। ইহার যকৃতে কড্লীভার তৈল-নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। সমুদ্রে আর একপ্রকার মৎস্য পাওয়া যায়—তাহাদিগকে উড্ডীয়-মান মৎস্য কহে। ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া সাগর-বক্ষের একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে পারে।

হাঙ্গর ও কুম্ভীর প্রভৃতি জন্তুরা প্রধানতঃ জলে বাস করে বলিয়া ইহাদিগকে জলচর জন্তু কহে। কুম্ভীর অনেক সময় নদীর চড়ায় শুইয়া থাকে। মানুষ বা গো মেষাদি নিকটে আসিলে তৎক্ষণাৎ মুখে করিয়া লইয়া জলে প্রবেশ করে। জলের ভিতর মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিলে দূর হইতে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইহা জলে ডুব দেয়, এবং অচিরকালমধ্যে লক্ষ্য স্থলে আসিয়া লক্ষ্যীকৃত মানুষকে লইয়া জলমগ্ন হয়। এই জন্য যে সকল নদীতে কুম্ভী-

রের ভয় আছে, তথায় স্নান করা সঙ্গত নহে। অথবা যদি তথায় একান্তই স্নান করিতে হয়, এক স্থানে অধিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নহে। কুম্ভীর স্থল ও জলে থাকে বলিয়া ইহাকে উভচর জন্তুও বলা যাইতে পারে। হাঙ্গরের দুই পাটী দাঁত ঠিক্ যেন দুই খানি করাতের মত। এই তীক্ষ্ণাগ্র দন্তপাটীর বলে ইহা শরীরের যে অংশই ধরে, সেই অংশই একেবারে কাটিয়া লয়—এমনই সুন্দর কাটিয়া লয় যে, মানুষ যতক্ষণ জলে থাকে, ততক্ষণ কিছুই টের পায় না। কিন্তু জল হইতে উঠিবামাত্র সে জ্বালায় অস্থির হয়। হাঙ্গরের বিষ অতি তীব্র। হাঙ্গরে কামড়াইলে মানুষ প্রায় বাঁচেনা। হাঙ্গর, কুম্ভীর, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তুর সৃষ্টি কি উদ্দেশ্যে, সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারেন কি না জানি না। তবে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, মঙ্গলময় ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টি জগতের মঙ্গলেরই জন্য। তিনি স্বয়ং শুভাশুভের অতীত। সুতরাং আত্মশুভ তদীয় জগৎ-সৃষ্টির লক্ষ্য হইতে পারে না। যেখানে আমরা সেই শুভ উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না, সেখানে আমাদের অবনত মস্তকে শুভ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। সৃষ্টিকর্ত্তার সন্নিধানে

সকল প্রাণীই সমান, সুতরাং আমাদেরও সকল প্রাণীকে সমভাবে দর্শন করা উচিত। কোন প্রাণীকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করা, অথবা কোন প্রাণীকে অতি পূজ্য মনে করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

পক্ষিজাতি।

প্রাণিজগতে পক্ষিজাতি শরীরের সৌন্দর্য্যে ও স্বরের মধুরতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা সাধারণতঃ বৃক্ষকোটরে বা বৃক্ষশাখায় কুলায় নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বাস করিয়া থাকে। গাঙ্-সালিখেরা নদীর পাহাড়ের অভ্যন্তরেও বাস করিতে ভীত হয় না। ইহারা যদিও রাত্রিতে নিজ নিজ কোটর, গর্ত্ত বা কুলায়ে বাস করে, তথাপি দিবসে আহারান্বেষণে উড়িয়া উড়িয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে। গগণবিহারী বলিয়া ইহাকে সাধারণতঃ খেচর বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা উভচর। গগণে গগণে বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে বিহঙ্গম বা বিহঙ্গও বলে। পক্ষীর দুই পার্শ্বে দুইটী পক্ষতি বা পাখ্না এবং পশ্চাতে একটী সুন্দর পুচ্ছ আছে। এই দুই পাখনা দুই দাঁড়ের ও পুচ্ছ হাইলের কাজ করে। মৎস্য যেমন দুই ডানা ও পোঁছার বলে জলে সন্তরণ দিতে পারে,

পক্ষীরাও তাহাদের দুই পাখ্না ও পুচ্ছের বলে বায়ু-সাগরে সন্তরণ দিতে সমর্থ হয়। মৎস্য ও পক্ষীর এই আকৃতিগত সাম্য দেখিলে মনে মনে সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ডাঁলে ও অন্যত্র বসিতে হয় বলিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে পা দিয়াছেন। মৎস্য নিরন্তর জলেই থাকে, সুতরাং তাহার কোন খানে বসিতে হয় না বলিয়া, বিধাতা তাহাকে পা দেন নাই। যাহার যাহা আবশ্যক, সে তাঁহার নিকট তাহাই পাইয়া থাকে।

পক্ষীর যেমন আকার-গত বৈষম্য দেখা যায়, এরূপ আর কোন জন্তুর নহে। অতি প্রকাণ্ড আকারের পক্ষী হইতে অতি ক্ষুদ্র চড়ুই বাবুই প্রভৃতি সকলেই পক্ষি-শ্রেণীর অন্তর্গত। সৌন্দর্য্যে, গঠনে, স্বরে ও দেহের আয়তনে প্রতি অন্তর্জাতীয় পক্ষীকে যেন এক একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর বোধ হয়। বায়স ও কোকিলের আকারগত সাম্য থাকিলেও কোকিলের 'কুহু' 'কুহু' স্বরে জগৎ মুগ্ধ, কিন্তু বায়সের 'কা' 'কা' শব্দে জগৎ উদ্বেজিত। বুল্-বুলি ও শ্যামা, চড়ুইএর মত ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বুল্‌বুলি ও শ্যামার গানে হৃদয় গলিত হয়, কিন্তু চড়ুইএর কিস্ কিস্ শব্দে কান ঝালাপালা হয়। টেয়া, ময়না,

শালিক, তোতা* প্রভৃতি পক্ষীরা যাহা শুনে তাহাই শিখে। তাহাদিগের বুলি অলক্ষিতভাবে শুনিলে হঠাৎ মনুষ্যের স্বর বলিয়া বোধ হয়। ইহারা বাটীর সকলের এরূপ নাম ধরিয়া ডাকে যে, হঠাৎ যেন বোধ হয়, বাটীর এক জন আর একজনকে ডাকিতেছে। প্রত্যূষে উঠিয়া ইহারা সকলকে 'উঠ,' 'উঠ,' বলিয়া জাগরিত করে,—যাহাকে যে নিত্য কর্ম্ম প্রতিনিয়ত করিতে দেখে, তাহাকে তাহা করিতে অনেক সময় উত্তেজিত করে। এই সকল দেখিয়া প্রাচীন আর্য্যেরা ইহাদিগকে জাতিস্মর নাম দিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ইহারা পূর্ব্বে মানব ছিল, শাপভ্রষ্ট হইয়া পক্ষিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি মনে জাগরূক আছে বলিয়াই তাহাদিগকে জাতিস্মর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজ-কন্যারা অন্তঃপুরে পিঞ্জর-রুদ্ধ শুক শারিকার সহিত কথোপকথন পর্য্যন্ত করিতেন।

বিভিন্ন বিভিন্ন পক্ষীর স্বরের তারতম্য থাকিলেও, পক্ষিজাতি-সাধারণের স্বর অন্য সকল জন্তুর স্বর অপেক্ষা

মিষ্ট। প্রত্যূষে তাহারা যখন সমস্বরে গান আরম্ভ করে, তখন তাহাদিগকে যেন প্রকৃতির ঐকতানিক গায়ক-শ্রেণী বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের ঐকতানিক সুমধুর সঙ্গীতে অতি অভক্তের অন্তরেও ভবগদ্ভক্তি উদ্দীপিত হয়। তখন তাহাদের তানের সহিত তান লাগাইয়া প্রাণের সঙ্গীত গাইতে ইচ্ছা হয়। তখন বোধ হয় যেন জগতে ভগবদ্ভক্তি উদ্ভাবিত করিবার জন্যই পক্ষিজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পক্ষিজাতি না থাকিলে বোধ হয় মানুষের হৃদয়-নিহিত কবিত্ব-উৎস শুকাইয়া যাইত।

পক্ষীর স্বর যেমন স্বরের আদর্শ, পক্ষীর রূপ সেই-রূপ সৌন্দর্য্যের আদর্শ। বিধাতা যেন জগতে সৌন্দর্য্যরাশির একত্র সমাবেশ দেখিবার জন্য পক্ষীর সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকাণ্ড রাজ-

পক্ষী হইতে ক্ষুদ্র বুল্‌বুল্‌ পর্য্যন্ত যে শ্রেণীর পক্ষীকে নিপুণভাবে দেখিবে—তাহাতেই অপূর্ব্ব সুষমা দেখিতে পাইবে। পক্ষীই ঈশ্বরের শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা। এক ময়ূরের* পুচ্ছে কি অদ্ভুত কারুকার্য্য! মানব
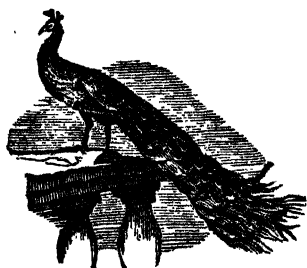
কতসহস্র বৎসরের অনুকরণেও তাহার অনুরূপ কিছু প্রস্তুত করিতে পারিল না। কোকিল ও পারাবত, হংস ও সারস, বক ও কাদাখোঁচা, বিনা নির্ব্বাচনে যে কোনও পক্ষীকে দেখ, তাহাতেই বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল দেখিতে পাইবে। পক্ষীর পালক অতি কোমল ও
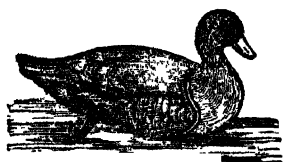
সুন্দর বলিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার মহিলা-গণ—পালকশোভিত শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। হংস,* সারস, বক, কাদাখোঁচা, পানকৌড়ি প্রভৃতি পক্ষী জলে ক্রীড়া করিতে ও সন্তরণ দিতে ভালবাসে বলিয়া তাহাদিগকে জলচর পক্ষীও কহে। পক্ষীর মধ্যে চিল, হাড়গিলে, শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি অতি কদাকার হইলেও ইহাদিগের দ্বারা প্রকৃতির পরিষ্করণ-কার্য্য সবিশেষ সংসাধিত হয়। ইহারা পূতি-গন্ধ-বিশিষ্ট মড়া, এবং প্রাণিগণের গলিত বসামাংসাদি ভক্ষণ করিয়া জগৎকে পূত করে। হংস সারসাদি সরোবরের, ময়ূর ময়ূরী প্রভৃতি কাননের, রাজপক্ষী ও বুল্‌বুলী প্রভৃতি বৃক্ষের, এবং কাকাতুয়া, ময়না, টেয়া, শালিক প্রভৃতি গৃহের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

কুসুমের সুবাসের ন্যায় বিহঙ্গ-নিকূজন মানব-সুখের প্রধান উপাদান।

অণ্ড* বা ডিম্ব হইতে পক্ষী উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে 'অণ্ডজ' কহে। একবার অণ্ডাকারে এবং পরে পক্ষীর
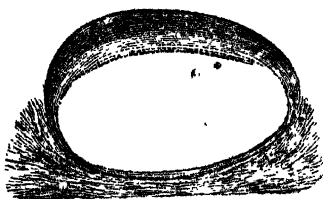
আকারে জন্ম হয় বলিয়া পক্ষিজাতিকে 'দ্বিজ' শব্দেও অভিহিত করিয়া থাকে। সকল পক্ষীই আপন আপন কুলায়ে বসিয়া ডিম্ব প্রসব করে। ইহাকে সাধারণ কথায় ডিম পাড়া কহে। ইহারা স্বভাবজ জ্ঞানে কিছু দিন ঐ ডিম্ব নিজ নিজ পক্ষতির অভ্যন্তরে রাখিয়া ইহার উত্তাপ বৃদ্ধি করে। তাপাধিক্য হইলেই ডিম্ব ফাটিয়া যায়, এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে পক্ষিশাবক বাহির হয়। ইহাকে সাধারণ ভাষায় ডিমে তা দেওয়া ও ডিম ফুটান বলে।

আমরা এখানে (ক) ভূচর জন্তুগণকে প্রধানতঃ (১) জলচর, (২) স্থলচর ও (৩) উভচর এই তিন শ্রেণীতে, এবং (খ) খেচর জন্তুগণকেও স্থূলতঃ (১) বিহঙ্গ বা প্রকৃত খেচর, (২) জলচর ও (৩) উভচর

এই তিন জাতিতে বিভক্ত করিলাম বটে; কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে আরও যে কত কত সূক্ষ্ম বা স্থূল অন্তর্জাতি আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন। আমরা কত পরীর গল্প শুনিয়াছি, রামায়ণে জটায়ু পক্ষীর অলৌকিক বীরত্বের কাহিনী পাঠ করিয়াছি, অর্দ্ধ-মৎস্য ও অর্দ্ধ-রমণীর আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়াছি, পুরাণে নৃসিংহ মূর্ত্তির বর্ণনা শুনিয়াছি, এবং আরও কত কত অদ্ভুত জীবের উপাখ্যান সংবাদপত্রে বা কাব্যাদিতে পাঠ করিয়াছি—কিন্তু এ সমস্তই যে কেবল কবিকল্পনা, তাহা বোধ হয় না।

বিধাতার সৃষ্টিতে অসম্ভব কিছুই নহে। তবে সকল জীব সকল সময়ে না থাকিতেও পারে। যুগ-পরিবর্ত্তনে জীব-পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে। যুগযুগান্তরে এক জীবের পরিণতি বা অবনতিও হইতে পারে। সুতরাং আমাদের রাবণের দশমুণ্ড বা বানররাজ সুগ্রীবাদির সহিত রামের সখ্য, জটায়ু পক্ষী দ্বারা রাবণের রথের গতি-রোধ—এই সকল পুরাণ-কাহিনী পাঠ করিয়া পরিহাস করা উচিত নহে।

স্থূলজীব-সম্বন্ধে যেমন বলিলাম, সূক্ষ্মজীব-সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। যে সকল সূক্ষ্ম কীটাণু

এখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যাইতেছে, এই যন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে তাহাদের অস্তিত্ব কেহই স্বীকার করিত না। কিন্তু এক্ষণে সেই যন্ত্রের সাহায্যে জলে ও আকাশে অগণ্য ও অনন্ত জীবলহরী দেখিয়া লোকে বিশ্বপতির সৃষ্টি-কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। সেইরূপ এমন দিন এখনও আসিতে পারে, যখন অন্যান্য যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়ার সহিত আমরা আরও কত কত নব নব জীবের দর্শন পাইতে পারি। কে বলিতে পারে, এমন দিন আসিতে পারে না? কালও নিরবধি এবং পৃথিবীও বিপুলা† ।সুতরাং কালে ও স্থান-বিশেষে সকলই সম্ভব হইতে পারে।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

পদার্থ	ব্যক্তিগত	জাতিগত	মানবজাতি
অভ্যন্তরে	অবান্তর	চেতনা	চতুষ্পদ
লক্ষণ	পরিচিত	নির্ম্মল	দূষিত
নিঃসারণ	পুষ্টিসাধন	ক্রিয়া	প্রতিদিন
যোজনা	ক্ষীণতর	শ্বাস	প্রশ্বাস
ব্যাবাত	অচিরাৎ	লয়	অধিকাংশ
জিহ্বা	ত্বক্	অনুভব	আস্বাদন
পুত্তলিকা	ইন্দ্রিয়	সত্ত্বেও	স্পর্শন

† "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলাচ পৃথ্বী"। ভবভূতি।

অসমর্থ	বিধুর	বঞ্চিত	অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
বিভূষিত	চৈতন্যসঞ্চার	গতিশক্তি	বাক্‌শক্তি
রসাস্বাদন	ভূষণ	জলচর	স্থলচর
উভচর	বিভক্ত	ক্ষুদ্রাদপি	বৃহত্তম
অন্তর্ভুক্ত	অনুকূল	অভিহিত	মীন
কুম্ভীর	বিচরণ	ইচ্ছামত	প্রধানতঃ
বাচ্য	ভূপৃষ্ঠ	ভূচর	খেচর
প্রতিপাদ্য	অনন্ত	অগণ্য	পরিপূর্ণ
পঙ্ক	শৈবাল	নলিনী	কমলিনীকে
পঙ্কজিনী	গগনবিহারী	বিহঙ্গমকুল	আখ্যাত
প্রবলপরাক্রমশালী	সর্ব্বশ্রেষ্ঠ	পশুরাজ	একাধিপত্য
অমিতবলশালী	স্থূলতম	দেহধারী	গজেন্দ্র
আজ্ঞাবহ	ভৃত্য	প্রাধান্য	লাঙ্গূল
পুচ্ছ	কিয়ৎপরিমাণে	মক্ষিকা	দংশ
দংশন	বিক্ষেপ	বন্য	অবশিষ্ট
গৃহপালিত	হিংস্রপ্রকৃতি	সচরাচর	শান্ত
অনুগত	ভল্লুক	দুর্দ্দান্ত	পালিত
নমনীয়	লিপ্তপদ	খণ্ডিতপদ	খণ্ডিত
দ্বিধা	অখণ্ডিত	সুতরাং	অবিভক্ত
শীতপ্রধান	বিধাতা	গ্রীষ্মপ্রধান	ঘন
অপরিমিত	উত্তাপ	পরিরক্ষিত	আবশ্যকতা
গাত্র	বিরল	চিক্কণ	উদ্দেশ্য

সুচতুর	নিবারণ	মেষ	অপূর্ব্ব
বয়ন	অনুকরণপ্রিয়	শিল্পকৌশলের	অনুবর্ত্তন
স্বজাতির	পরিবর্দ্ধিত	সুখসীমা	গর্দ্দভ
গ্রাম্য	আলয়ে	বিবিধ	সন্তুষ্টচিত্তে
অনুগত	পরিপুষ্ট	ষণ্ডবলদাদি	হলকর্ষণ
স্থানান্তরে	বিধান	বহন	রজনীতে
দ্বার	প্রহরী	মূষিক	বেতনভুক্
গৃহস্থ	শুভাকাঙ্ক্ষী	অসদ্ব্যবহার	সরীসৃপ
পুনঃপুনঃ	সর্পণশীল	ক্ষিপ্রগতি	অগ্রসর
মসৃণ	ক্রূরস্বভাব	বলবতী	লোমশ
প্রচণ্ড	তৎক্ষণাৎ	কালান্তক	ফণা
যম	লালা	নির্গত	গোক্ষুর
ভয়ানক	প্রাণঘাতক	আপাততঃ	ধ্বংসবিধানের
সূক্ষ্মদর্শনে	প্রাণরক্ষা	জীবননাশক	ভক্ষণ
বায়ুস্তর	ইষ্ট	সংশোধন	কচ্ছপ
ভেক	উৎসর্পণ	উল্লম্ফন	নিরীহ
নিষ্ঠুরতা	হেয়	কৃমি	যোজনা
পিপীলিকা	ভ্রমর	পতঙ্গ	ক্লেশদায়ক
শিল্পনিপুণ	কর্ম্মঠ	আহরণ	নিরন্তর
ভ্রমণ	আহৃত	মধুচক্র	কোষজাত
ধূর্ত্ত	পিচ্ছিল	আবৃত	শল্ক
সজীব	সন্তরণ	মৎস্য	রোহিত

সুস্বাদ	তেজস্কর	বলকর	তৃপ্তিকর
উপকারী	বিষাক্ত	প্রক্ষেপ	প্রতিনিয়ত
পুষ্করিণী	অধিকৃত	ব্যাঘাত	প্রতিদিন
মলিনতা	প্রাচীন	আর্য্য	চাতুর্ম্মাস্য
ধ্বংস	দ্বীপজ্ঞানে	অতল	জলধিজল
নিমগ্ন	সামুদ্রিক	যকৃৎ	উড্ডীয়মান
সাগরবক্ষের	প্রবেশ	তৎক্ষণাৎ	লক্ষ্য
অচিরকালমধ্যে	লক্ষ্যীকৃত	ম্লান	জলমগ্ন
সঙ্গত	একান্ত	তীক্ষ্ণাগ্র	দন্তপাটী
করাত	জ্বালায়	অস্থির	সৃষ্টি
সৃষ্টিকর্ত্তা	ব্যতীত	ঈশ্বর	নিশ্চয়
মঙ্গলময়	জগৎ	শুভাশুভ	অতীত
আত্মশুভ	তদীয়	অবনতমস্তকে	উদ্দেশ্য
অস্তিত্ব	কর্ত্তব্য	সন্নিধান	অত্যন্ত
পূজ্য	প্রাণিজগৎ	তীব্র	ব্যবস্থা
বিষাক্ত	স্বর	সৌন্দর্য্য	কোটর
সাধারণতঃ	বৃক্ষশাখা	নির্ম্মাণপূর্ব্বক	ভীত
কুলায়	আহারান্বেষণ	পক্ষতি	পশ্চাতে
পুচ্ছ	হাল	সন্তরণ	সমর্থ
আকৃতিগত	সাম্য	বায়ুসাগর	অদ্ভুত
শিল্পকৌশল	ভূয়সী	প্রশংসা	অন্যত্র
নিরন্তর	বৈষম্য	গঠন	দেহ

আয়তন	অন্তর্জাতীয়	স্বতন্ত্রশ্রেণী	বায়স
মুগ্ধ	উদ্বেজিত	হৃদয়	গলিত
ঝালাপালা	অলক্ষিতভাবে	হঠাৎ	প্রত্যুষে
জাগরিত	নিত্য	প্রতিনিয়ত	উত্তেজিত
জাতিস্মর	শাপভ্রষ্ট	পূর্ব্বজন্ম	স্মৃতি
জাগরূক	অভিহিত	সংস্কৃত	কাব্য
অন্তঃপুর	রাজকন্যা	পিঞ্জরবদ্ধ	কথোপকথন
সারিকা	বিভিন্ন	তারতম্য	মিষ্ট
সমস্বরে	প্রকৃতি	ঐকতানিক	গায়কশ্রেণী
সুমধুর	সঙ্গীত	অভক্ত	অন্তর
ভগবদ্ভক্তি	উদ্দীপিত	তান	উদ্ভাবিত
হৃদয়নিহিত	কবিত্বউৎস	আদর্শ	সমাবেশ
নিপুণভাবে	সুষমা	পরাকাষ্ঠা	কারুকার্য্য
অনুকরণ	অনুরূপ	সহস্র	নির্ব্বাচন
মহিলাগণ	পালক	শিরস্ত্রাণ	শোভিত
ব্যবহার	ক্রীড়া	শকুনী	গৃধিনী
কদাকার	প্রকৃতি	পরিষ্করণ	সবিশেষ
সংসাধিত	পূতিগন্ধবিশিষ্ট	বসামাংসাদি	পূত
সরোবরের	সারসাদি	কাননের	শোভা
সম্বর্দ্ধন	কুসুমের	সুবাস	বিহঙ্গনিকুজন
অণ্ড	অণ্ডজ	ডিম্ব	জীব-পরিবর্ত্তন
উৎপন্ন	অণ্ডাকার	দ্বিজ	প্রসব

স্বভাবজ	পদ্ধতি	উত্তাপ	তাপাধিক্য
পক্ষিশাবক	স্থূলতঃ	সূক্ষ্ম	অর্দ্ধ
সম্পূর্ণরূপে	নির্ণয়	পক্ষী	জটায়ু
অলৌকিক	বীরত্ব	কাহিনী	রমণী
নৃসিংহমূর্ত্তি	বর্ণনা	উপাখ্যান	সংবাদপত্র
কবিকল্পনা	ভাষায়	অসম্ভব	যুগপরিবর্ত্তন
যুগান্তর	পরিণতি	অবনতি	বানররাজ
সুগ্রীবাদি	সখ্য	গতিরোধ	পুরাণ
পরিহাস	জীবসম্বন্ধে	কীটাণু	অণুবীক্ষণ
যন্ত্র	আবিষ্কার	স্বীকার	অস্তিত্ব
সাহায্য	অগণ্য	অনন্ত	জীবলহরী,
বিশ্বপতি	আবিষ্ক্রিয়া	নব	দর্শন
নিরবধি	পৃথিবী	বিপুলা	সম্ভব
আখ্যায়িকা	শ্রবণ	অদ্ভুত	কাব্য

ভারতের প্রধান প্রধান প্রদেশ।

১। আর্য্যাবর্ত্ত।

ক। হিমালয় প্রদেশ।

কাশ্মীর, সর্ম্মুর, গাড়োয়াল, কমায়ুন, নেপাল, ভোট ও সিকিম।

খ। মধ্য প্রদেশ।

লাহোর, দিল্লী, অযোধ্যা, বেহার, রেওয়া, বুন্দেলখণ্ড, রাজপুতানা, আগ্রা, এলাহাবাদ, সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট, মালব, সেন্ধিয়া রাজ্য, হোলকার রাজ্য, বাঙ্গালা, আসাম ও মুল্তান।

২। দক্ষিণাপথ।

ক। নর্ম্মদা-প্রদেশ।

খান্দেশ, গোন্দয়ানা, উড়িষ্যা, বিরার, আরাঙ্গাবাদ, হায়-দরাবাদ, উত্তর সরকার, বিজাপুর, মহারাষ্ট্র, কঙ্কণ।

খ। কৃষ্ণাপ্রদেশ।

দোয়াব, বালাঘাট, কর্ণাট, তুলব, মহীশূর, কানাড়া, মলবার, কূর্গ, কোচিন, কাঞ্চি, দ্রাবিড় এবং ত্রিবাঙ্কোড়।

দ্বিতীয় পাঠ।

উত্তম বালক।

(১)

উঠিয়া প্রত্যূষে আমি প্রফুল্ল-অন্তরে,
স্মরিয়া বিভুরে যাই উদ্যান প্রান্তরে;
ভ্রমিয়া কিয়ৎক্ষণ সেবি সমীরণ,
ফিরিগো গৃহেতে পুনঃ পুলকিত-মন।

(২)

বসিয়া পাঠেতে মন করি নিবেশন,
নয়টা পর্য্যন্ত পড়ি হইয়া তন্মন,
স্নান করিবার তরে যাই নদীতীর;
নদীতে করিয়া স্নান, করিগো আহার।

(৩)

আহার করিয়া ক্ষণ করিগো বিশ্রাম,
অর্দ্ধঘণ্টা কালমাত্র লইয়া বিরাম,—
বিদ্যালয়ে যাই ল'য়ে বই আপনার,
যথাস্থানে বসি পাঠ শুনি সবাকার।

(৪)

অঙ্কিত করিয়া রাখি হৃদে আপনার,
শিক্ষক বলিয়া দেন যাহা হিতকর ;
যে জন না রাখে মনে গুরু-উপদেশ,
সে জন নিশ্চয় শেষে পায় বহু ক্লেশ।

(৫)

সমপাঠিগণে কভু নাহি দেই গালি,
সবে ভালবাসি আমি দ্বেষাদ্বেষ ভুলি ;
সকলে তাইতে ভাল বাসেগো আমায়,
বিদ্যালয় তাই মোর গৃহ-তুল্য হয়।

(৬)

চারিটা বাজিলে আসি গৃহে পুনরায়,
গৃহেতে আসিয়া শ্রান্তি করি বিদূরণ ;
কিছু জলযোগ করি বসি পাঠনায়,
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়িয়া করিগো ভ্রমণ।

(৭)

সন্ধ্যা-সমীরণে স্নিগ্ধ করি দেহ মন,
গৃহেতে ফিরিয়া আসি করি উপাসন ;
উপাসনা-অন্তে বসি পাঠে পুনরায়,
পাঠান্তে আহার করি যাইগো শয্যায়।

(৮)

স্মরিয়া ঈশ্বরে নিদ্রা যাই গাঢ়তর,
না দেখি কুস্বপ্ন কভু বিভীষিকাময় ;
সাত ঘণ্টা কালমাত্র থাকিয়া নিদ্রায়,
আবার প্রত্যূষে উঠি ভজিগো ঈশ্বর।

(৯)

এইরূপে সুখে দিন যায়গো আমার,
স্বাস্থ্যহানি মনস্তাপ পাইতে না হয় ;
বিভুর চরণাশ্রিত জনের কি ভয় ?
কি ভয় তাহার যার সহায় ঈশ্বর ?

(১০)

সমপাঠী বন্ধুগণ ! করি অনুনয়,
তোমরা সকলে লহ শরণ তাঁহার,
সুখেতে যাইবে দিন, লভিবে বিদ্যায়,
রহিবে শেষেতে কীর্ত্তি অনন্ত অপার।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

প্রত্যূষ	প্রফুল্ল-অন্তর	স্মরিয়া	বিভুরে
উদ্যান	প্রান্তর	ভ্রমিয়া	কিয়ৎক্ষণ
সমীরণ	সেবি	পুলকিত	নিবেশন
তন্মন	বিশ্রাম	বিদ্যালয়ে	সবাকার
অঙ্কিত	শিক্ষক	হিতকর	উপদেশ
নিশ্চয়	সমপাঠিগণ	দ্বেষাদ্বেষ	গৃহতুল্য
শ্রান্তি	বিদূরণ	জলযোগ	পাঠনা
স্নিগ্ধ	উপাসনা	অন্ত	পাঠান্ত
গাঢ়তর	শয্যা	কুস্বপ্ন	বিভীষিকাময়
মনস্তাপ	স্বাস্থ্যহানি	চরণাশ্রিত	শরণ
অনুনয়	লভিবে	বিদ্যা	কীর্ত্তি

ভারতীয় ইংরাজ-রাজ্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত :—

বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা, আসাম, মধ্যদেশ, বিরার, আজমির, বর্ম্মা এবং কুর্গ।

তৃতীয় পাঠ।

মানবজাতি।

যে সকল লক্ষণ দ্বারা মানবজাতিকে অন্যান্য প্রাণী হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিশক্তি প্রধান। আর কোন প্রাণীর

বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিশক্তি নাই, একথা আমরা বলিনা। কারণ বাবুএর কুলায়, মধুমক্ষিকার মধুচক্র, বল্মীকের মৃণ্ময় গৃহ, বীবরের দারুদুর্গ ও লূতাতন্তুর সূত্রময় সেতু—দর্শন করিয়া কে বলিতে পারে যে মানব ব্যতীত আর কাহারও বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিশক্তি নাই। বিধাতা সকল জন্তুকেই অল্প বিস্তর পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিশক্তি প্রদান করিয়াছেন। বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিশক্তি আছে বলিয়াই তাহারা বিবিধ উপায় উদ্ভাবন দ্বারা শত্রু হইতে আত্মরক্ষা, আহারসামগ্রীর নির্ব্বাচন ও সংযোজন দ্বারা ক্ষুধা হইতে প্রাণরক্ষা, এবং অন্যান্য বিবিধ বিপৎপাত
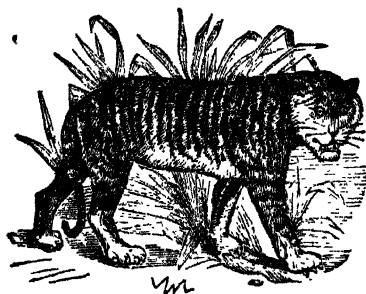
হইতে জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। সেই বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিশক্তির উৎকর্ষে মানুষ অন্যান্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। পাশববলে পশুরা অনেক সময় মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সিংহ, ব্যাঘ্র*, ভল্লুক, হস্তী, মহিষাদি সকলেই পাশববলে মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানুষ বিজ্ঞানবলে

তাহার উপর প্রভূত ক্ষমতা বিচালন করিয়া থাকে। মানুষ বাহুবলে উহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে না বটে, কিন্তু বন্দুকাদি যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকে।

মানুষ অন্য প্রাণিগণ হইতে আরও একটী লক্ষণে বিভিন্ন। মানুষ দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। পক্ষীদের দুই পা আছে বটে, কিন্তু তাহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। পশু-গণ চারি পায়ের উপর ভর দিয়া চলে। কীট পতঙ্গ সরীসৃপাদি কোন প্রাণীই সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, সুতরাং তাহারা মানব হইতে পৃথক্। মানুষ পায়ের উপর ভর দিয়া যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারে। এই শক্তিকে তাহার চলৎশক্তি কহে। তাহার চলৎ-শক্তি পশুপক্ষীর সহিত সাধারণ। তবে তাহার সোজা হইয়া চলার শক্তি অসাধারণ। অন্যান্য প্রাণী হইতে মানুষের পার্থক্যের তৃতীয় লক্ষণ এই যে, মানুষের দুই হাত আছে, এবং সেই দুই হাত দিয়া মানুষ ইচ্ছামত সকল কর্ম্মই করিতে পারে। বনমানুষ* ও বানরের সহিত মানুষের এই লক্ষণ স্থূলতঃ সাধারণ। এই তিন শ্রেণীর প্রাণীই হস্তদ্বারা আহারসামগ্রীর আহরণ করিয়া

থাকে। তবে মানবজাতি সেই হস্তদ্বারা গৃহসামগ্রী ও বসনভূষণাদির প্রস্তুতকরণে, বাসগৃহাদির এবং অন্যান্য

স্থূল ও সূক্ষ্ম শিল্পের নির্ম্মাণে যেরূপ অসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকেন, অন্য কোন জন্তু সেরূপ দেখাইতে পারে না। অধিকাংশ জন্তুই অনাবৃত স্থানে বাস করে। এইজন্য তাহাকে ঝড় ও বৃষ্টি এবং রৌদ্র ও হিমাদি হইতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু মানুষ শিল্প ও বিজ্ঞানবলে ঝড়, জল ও রৌদ্র হিমাদি হইতে আপনাকে বিবিধ প্রকারে পরিরক্ষিত করে। তাহার গগণস্পর্শিনী অট্টালিকা, দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যা, সুখসেব্য গাত্রাবরণ, স্নিগ্ধকারী ব্যজন ও অন্যান্য বিবিধ বিলাস দ্রব্য—তাহার পার্থিক ক্লেশের অনেক লাঘব করে।

মনুষ্যজাতির চতুর্থ লক্ষণ, তাহার আসঙ্গলিপ্সা। মানুষ সহজে একাকী থাকিতে চায় না। গৃহনির্ম্মাণ করিয়া মানুষ তাহাতে একাকী বাস করিতে পারে না।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, কলত্র, পুত্রকন্যা ও দাস-দাসী ভিন্ন তাহার গৃহ শূন্য—অরণ্যবৎ। এরূপ শূন্যগৃহে শূন্যমনে বাস করা তাহার পক্ষে বিশেষ ক্লেশকর। এই জন্য সে পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে ভালবাসে। পরিবারমধ্যে তাহার হৃদয়-মুকুল সর্ব্ব-প্রথমে বিকসিত হইতে থাকে। শুষ্ক মাঠের মধ্যে একটী পরিবার একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতেও পারে না। ইহাতে তাহাদের সমস্ত অভাবও দূর হয় না, এবং প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাও মিটে না। এইজন্য অনেকগুলি পরিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করিয়া একত্র বাস করে। সকলে সকল কাজ করিতে পারে না, সুতরাং একজনকে যদি তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠে। যদি একজন লোককে ধৌতকার, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, সূত্র-ধর, কৃষক, বণিক্, পুরোহিত, শিক্ষক, বিচারক প্রভৃতি সমস্তই হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন বিড়ম্বনাময় হয়। এই জন্য পরস্পরের সুবিধার নিমিত্ত মানবমণ্ডলী আপনাদিগের মধ্যে কার্য্যবিভাগ করিয়া লয়। এইরূপে বিভিন্ন-কার্য্যাবলম্বী লোকের একত্র সমাবেশে গ্রাম নগ-

রাদ্রির সৃষ্টি হইয়াছে। যেখানে অল্পসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে গ্রাম এবং যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে নগর কহে। যে নগরে রাজা বা রাজপ্রতিনিধি বাস করেন, তাহাকে রাজধানী বা প্রধান নগরী কহে। ভারত-সাম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধি বাস করেন বলিয়া কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের
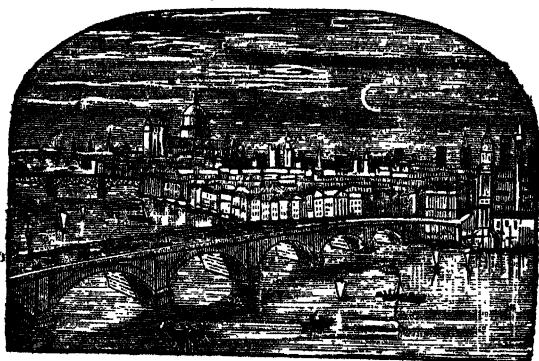
অধিবেশন-স্থান বলিয়া ইহাকে বঙ্গপ্রদেশের রাজধানীও বলা যাইতে পারে। এইরূপ বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতিও এক একটী প্রদেশের রাজধানী। সকল রাজধানী অপেক্ষা ব্রিটনের রাজধানী লণ্ডননগরীই* জনসমাগমে ও সমৃদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখানে ভারতসাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া বাস করেন। ব্রিট-

নের শাসনপ্রণালী নিয়মতন্ত্র; অর্থাৎ ব্রিটনেশ্বরী যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন না। পার্লেমেণ্ট-নামক মহাসভা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দেন, তাঁহাকে সে সকল মানিয়া চলিতে হয়। এই পার্লেমেণ্ট সভা প্রজাগণের প্রতিনিধি দ্বারা সংগঠিত। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। হাউস্ অব্ লর্ড্স অর্থাৎ জমিদার প্রভৃতির সভা, এবং হাউস্ অব্ কমন্স বা প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণের সভা। এই পার্লেমেণ্টের সভ্যগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রিমণ্ডলী নির্ব্বাচিত হয়। সেই মন্ত্রিমণ্ডলীই প্রায় সমস্ত রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এবং তাহাদের অন্যতম ভারতসচিব বা ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারীর পদে বৃত হইয়া থাকেন। ইনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা। কারণ ভারতের গবর্ণর জেনেরেলকে ইহাঁরই কথায় চালিত হইতে হয়। ভারতের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচার প্রণালী। কারণ এখানে রাজপুরুষেরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

প্রথমে যখন মানবজাতি বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত, তখন কোনও দেশে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল না। এক একটী জাতি এক এক স্থানে আধিপত্য করিতেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে

সতত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতেন। এরূপ অন্তর্জাতীয় যুদ্ধে তাঁহাদের বলক্ষয় হইত, সুতরাং তাঁহারা সহজেই বৈদেশিক শত্রুর করকবলে পতিত হইতেন। এই সকল অসুবিধা নিবারণ করিবার জন্য অনেকগুলি সম-শ্রেণীক জাতি একত্র হইয়া এক একটী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক দিন ধরিয়া এই জাতি-সমষ্টি-সংগঠিত রাজ্যই জগতে আধিপত্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে সেই সকল জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন জাতি বা ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। সুতরাং ক্রমেই জাতিগত রাজ্যের অসুবিধা অনুভূত হইতে লাগিল। তখন সকলে একবাক্য হইয়া ভৌগোলিক রাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। এক একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যত লোক বসতি করে, তাহাদের সকলকে লইয়া যে রাজ্য গঠিত হয়, তাহাকে ভৌগোলিক রাজ্য কহে। এখন প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ভৌগোলিক রাজ্যের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতসাম্রাজ্য একটী ভৌগোলিক সাম্রাজ্য, কারণ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যস্থিত প্রজাবৃন্দ লইয়া এই সাম্রাজ্য সংগঠিত। ব্রিটন, ইতালী, জার্ম্মাণী, চীন, জাপান প্রভৃতি সমস্তই এক একটী ভৌগোলিক রাজ্য

বা সাম্রাজ্য। এক একটী ভৌগোলিক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত লোকসমূহকে এক একটী ভৌগোলিক জাতি কহে। প্রত্যেক ভৌগোলিক জাতির এক একটী জাতীয় নাম আছে। যেমন ভারতবাসী বলিলে, ভারতবর্ষের অধিবাসিমাত্রকেই বুঝায়। তাহার অভ্যন্তরে হিন্দু, মুষলমান, ইহুদি, খ্রীষ্টান্ প্রভৃতি অনেক জাতি আছে। এই জন্মভূমিঘটিত নামকে জাতীয় উপাধিও বলা যাইতে পারে। এই জাতীয় উপাধির অভ্যন্তরে ভাষা ও ধর্ম্ম লইয়া অন্যান্য উপাধিও হইয়া থাকে। যথা, বাঙ্গালা-ভাষা-কথনশীল ব্যক্তিগণকে বাঙ্গালী, উড়িয়া-ভাষা-কথনশীল ব্যক্তিগণকে উড়িয়া, আসামীভাষা-কথনশীল ব্যক্তিগণকে আসামী, হিন্দিভাষা-কথনশীল ব্যক্তিগণকে হিন্দুস্থানী বলিয়া থাকে। সেইরূপ যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহারা হিন্দু,—যাঁহারা মুষলমানধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহারা মুষলমান,—যাঁহারা খ্রীষ্টান্‌ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহারা খ্রীষ্টান্ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সকল উপাধিদ্বারা একদেশের লোক হইতে অপর দেশের লোককে, একভাষা-কথনশীল লোক হইতে অন্যভাষা-কথনশীল লোককে, এবং এক ধর্ম্মাবলম্বী লোক হইতে অন্যধর্ম্মাবলম্বী লোককে পৃথক্ করা যাইতে পারে। সমোপাধিক ব্যক্তিগণ পরস্পর

সহানুভূতি-সূত্রে গ্রথিত। এই সহানুভূতির বেগ যে দেশের বা যে জাতির মধ্যে যত প্রবল, সেই দেশ বা সেই জাতি, জাতি-মঞ্চের তত উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে। জাতীয় সহানুভূতির বেগ ইংরাজগণের মধ্যে অতি প্রবল বলিয়া ইংরাজ আজ জগতে এত আধিপত্য করিতেছেন। ইংরাজ-রাজত্ব এত বিশাল হইয়া পড়িয়াছে, যে সূর্য্যদেব ইংরাজ-রাজ্য হইতে একবারে অস্তমিত হইতে পারেন না, অর্থাৎ পৃথিবীর যেখানেই কেন সূর্য্য কিরণ পতিত হউক্ না, তাহার কোন না কোন স্থান ইংরাজ-রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হইবেই হইবে।

বিশ্রামদায়িণী নিদ্রায় জন্তুসাধারণের সহিত মানবজাতির সমান অধিকার। জন্তুসাধারণ দিবসে পরিশ্রম, এবং রজনীতে বিশ্রামলাভার্থ নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লয়। মানুষের ন্যায় অধিকাংশ জন্তুই নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা যায়। কেবল শশ প্রভৃতি কতিপয় জন্তুমাত্র নয়ন না মুদিয়া নিদ্রা যাইতে পারে। মানুষের ন্যায় অধিকাংশ জন্তুই নিদ্রা যাইবার সময় শয়ন করে। তবে মানুষ শয্যা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি শয়ন করে, কিন্তু অন্যান্য জন্তুরা স্থণ্ডিলশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। পক্ষীরা বসিয়া, এবং অশ্বাদি দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়। কুক্কুর

রজনীতে প্রহরীর কার্য্য করে বলিয়া, সাধারণতঃ দিবসে নিদ্রা যায়। গো মহিষাদি ক্লান্ত হইলেই শয়ন করে ও নিদ্রা যায়। যখন আমরা নিদ্রা যাই, তখন আমাদিগকে নিদ্রিত কহে, আর যখন জাগিয়া থাকি, তখন আমাদিগকে জাগরিত কহে। মানুষের পক্ষে ৭।৮ ঘণ্টা নিদ্রাই পর্য্যাপ্ত। অতি নিদ্রায় বা অনিদ্রায় শরীর রুগ্ন ও মন নিস্তেজ হইয়া যায়। পশু পক্ষী সাধারণতঃ প্রায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায়। পরিশ্রম না করিলে, আহার-সামগ্রী ভাল জীর্ণ হয় না। অজীর্ণ হইলে গাঢ় নিদ্রা হয় না। নিদ্রা গাঢ় না হইলে আমাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া কিছু কিছু চলিতে থাকে। সেই সময় আমরা বিবিধ স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। মানুষের ন্যায় অন্যান্য জীবও স্বপ্ন দেখে কি না, বলিতে পারি না। অসংলগ্ন ও অবারিত চিন্তামালাই স্বপ্ন। এক জাতীয় চিন্তার উপর অন্যজাতীয় চিন্তা এরূপ অসম্বদ্ধভাবে আসিয়া পড়ে যে, জাগরিত হইয়া আমরা সেই চিন্তাবলীর সূত্র খুঁজিয়া পাই না।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

বাল্মীক	মৃণ্ময় গৃহ	দারুদুর্গ	লূতাতন্তু
সূত্রময়	বুদ্ধিবৃত্তি	যুক্তিশক্তি	মধুচক্র

কুলায় উদ্ভাবন নির্ব্বাচন সংযোজন
বিপৎপাত বিচালন পাশব আহরণ
পারদর্শিতা অনাবৃত বিজ্ঞান দুগ্ধফেননিভ
সুখসেব্য গাত্রাবরণ স্নিগ্ধকারী ব্যজন
বিলাস আসঙ্গলিপ্সা পার্থিব কলত্র
সুচির হর্ত্তাকর্ত্তা যথেচ্ছাচার বিচ্ছিন্ন
শাসনপ্রণালী সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ সমশ্রেণীক
বৈদেশিক জাতিসমষ্টি প্রতিষ্ঠা আধিপত্য
ভৌগোলিক সূত্রপাত প্রাদুর্ভাব ধৌতকার
ক্ষৌরকার কুম্ভকার কর্ম্মকার সূত্রধর
বণিক্ কৃষক পুরোহিত বিচারক
বিড়ম্বনাময় সমাবেশ অধিবেশন পার্লামেণ্ট
নিয়মতন্ত্র ব্রিটনেশ্বর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি
বিধিবদ্ধ ভাষাকথনশীল ধর্ম্মাবলম্বী সমোপাধিক
সহানুভূতি অস্তমিত জাতিমঞ্চ বিশ্রামদায়িনী
স্থণ্ডিল নিস্তেজ রুগ্ন অজীর্ণ
মস্তিষ্ক স্বপ্ন অবারিত চিন্তামালী অসম্বদ্ধ

ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী নগর :—করাচী, কাম্বে, ভড়ৌচ, সুরাট, বোম্বাই, রত্নগিরি, গোয়া, ম্যঙ্গালোর, তেল্লিচেরি, কল্লিকট্ট, কোলাচল, নাগপট্টন, পণ্ডীচেরী, মান্দ্রাজ, মছলিপট্টন, পুরী, বালেশ্বর, চট্টগ্রাম, আকায়েব, রেঙ্গুন, টেবয়, মৌলমিন, মুর্গী।

চতুর্থ পাঠ।

ঘটিকাযন্ত্র বা ঘড়ি।

১। যাঁহারা সময়কে বহুমূল্য জ্ঞান করেন, এবং সম্পূর্ণরূপে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করেন, ঘড়ি
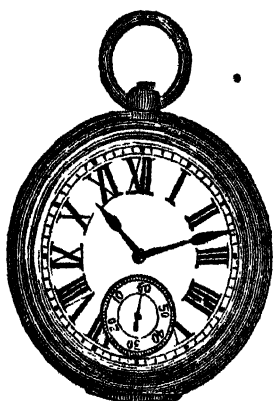
তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা অলস ব্যক্তির উপযোগী নহে। কারণ যাহারা সময়ের মূল্যই বুঝে না, তাহারা সময়-সূচক ঘড়ির ব্যবহার জানিবে কিরূপে?

২। পাঠের শিরোদেশে যে চিত্রটী রহিয়াছে, উহা ঘড়ির ছবি। উহার স্থূল ছোট কাঁটাটী ঘণ্টা সূচনা করিয়া দেয়, অর্থাৎ ঐ কাঁটাটী যখন যে ঘণ্টার চিহ্নের সহিত মিলিত হয়, তখন ততটা বাজে।

I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, IX, X, XI, XII এই বারটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২—ক্রমান্বয়ে এই কয় ঘণ্টার দ্যোতক।

যখন ছোট কাঁটাটী একের (I) সহিত মিলিত হইবে, তখন ঠিক্ একটা বাজিবে। একটার ঘর হইতে দুই-টার ঘর যাইতে ইহার একঘণ্টা লাগে। বার ঘণ্টায় এই কাঁটাটী সমস্ত চক্রটী ঘুরিয়া আবার একটার ঘরে আইসে। আর ঐ যে বড় কাঁটাটী দেখিতেছ, উহা এক ঘণ্টায় সমস্ত চক্রটী প্রদক্ষিণ করে। প্রথমটীকে ঘণ্টার কাঁটা ও দ্বিতীয়টীকে মিনিটের কাঁটা কহে। যাইট মিনিটে এক ঘণ্টা হয়। ঐ যে চক্রের গায় দাঁড়ীর ন্যায় অনেক দাগ দেখিতেছ, ওগুলি মিনিটের দাগ। সর্ব্ব-শুদ্ধ চক্রে যাইটটী দাগ আছে। ঘণ্টার কাঁটা এক ঘণ্টায় পাঁচ দাগমাত্র অতিক্রম করে, কিন্তু মিনিটের কাঁটা এক ঘণ্টায় যাইটটী দাগ অতিক্রম করে।

৩। আর ঐ যে একটী সূক্ষ্ম কাঁটা নিম্নচক্রে অনবরত ঘুরিতেছে, উহাকে সেকেণ্ডের কাঁটা কহে। উহা এক মিনিটে ঐ ক্ষুদ্র চক্রটী প্রদক্ষিণ করে। এক মিনিটে যাইট সেকেণ্ড। চক্রশিরে যে যাইটটী দাঁড়ী বা দাগ আছে, উহারা সেকেণ্ডের দ্যোতক। এই কাঁটাটী এক সেকেণ্ডে একটীমাত্র দাগ অতিক্রম করে।

৪। এই কাঁটা তিনটী ইস্পাতের স্প্রিং দ্বারা চালিত হয়। প্রথম দুইটী কাঁটা যে স্প্রিং দ্বারা চালিত হয়,

তাহা ঘড়ির মধ্যস্থলের একটী গোল বাক্সে জড়ান থাকে। সেই স্প্রিঙের তারটী ২৪ ঘণ্টায় একবার সমস্ত ঘুরিয়া যায়। তাহার পর আবার তাহাকে জড়াইতে হয়; নতুবা সমস্ত কল বন্ধ হইয়া যায়। ইহাকে ক্লক্ ঘড়ী কহে। এতদ্ভিন্ন আর একপ্রকার ঘড়ী আছে, তাহা সোণা বা রূপার কোষে রক্ষিত। ইহাকে ওয়াচ্ বা ট্যাক্ঘড়ি কহে। যে চিত্রটী দেওয়া হইয়াছে, উহা ট্যাক ঘড়ির।

৫। যদি সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে চাও, তবে যেন পড়িবার ঘরে একটী করিয়া ঘড়ী রাখিও। যে সময় যে বই পড়িবে, বলিয়া স্থির করিবে, ঘড়ী দেখিয়া প্রতি-দিন সেই সময় সেই বই পড়িবে। বিশেষ প্রতিবন্ধক না হইলে, কিছুতেই তাহার অন্যথা করিও না। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময় সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয় পড়িতে ক্রমশঃ তোমার আগ্রহ বাড়িবে। সেই সময় সেই বিষয়ে মন সহজেই অভিনিবিষ্ট হইবে। এইরূপে তুমি অতর্কিতভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। নিয়মিত সময়ে নিয়মিত কাজ করিতে না শিখিলে, কেহ কখন বড় লোক হইতে পারে না।

৬। তুমি যদি নিয়মপূর্ব্বক কোনও কাজ না কর, তাহা হইলে তোমার কোনও বিষয়ে সহজে মনঃসংযোগ

হইবে না। তোমার চঞ্চল মনোহরিণী নিয়তই ছুটিতে থাকিবে। তাহাকে বশে আনা তোমার দুর্ঘট হইবে। কিন্তু তাহাকে নিয়মরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ কর, দেখিবে সে স্বভাব-সুলভ চপলতা ভুলিয়া ছায়ার ন্যায় তোমার অনুবর্ত্তন করিবে। আপনাকে নিয়মাধীনে আনিতে হইলে ঘড়ীর একান্ত প্রয়োজন।

৭। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান উপাদান এই ঘটিকা-যন্ত্র। এই ঘটিকাযন্ত্র আবিষ্কৃত না হইলে, বাষ্পযান, তড়িদ্বার্ত্তাবহ প্রভৃতি সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভ-সকল কার্য্যকর হইতে পারিত না। বিশালসাম্রাজ্যসকলের জটিল কার্য্য-কলাপের সামঞ্জস্য রক্ষা হইত না। অধিক কি, সভ্য সমাজসকল অসভ্য আরণ্য সমাজে পরিণত হইত। বলা বাহুল্য যে, এরূপ ঘটিকাযন্ত্র প্রতিগৃহে পরিরক্ষিত হওয়া উচিত।

৮। আমাদের দেশের লোকে ইহার আবশ্যকতা আজও পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের লোকে ইহার আবশ্যকতা এতদূর বুঝিয়াছেন যে, সামান্য কৃষকের কুটীরেও একটী করিয়া ঘড়ী পরি-রক্ষিত হয়। অধিক কি, সামান্য শকটবান্ পর্য্যন্তও সঙ্গে একটী করিয়া ট্যাক্‌ঘড়ী রাখিয়া থাকে। একজন

গাড়ওয়ান্‌কে ঠিক্ যে সময় আসিতে বলিবে—সে ঘড়ী ধরিয়া ঠিক্ সেই সময় আসিবে। সময়ের এত মূল্য বুঝেন বলিয়াই ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসি-বৃন্দের এত উন্নতি। শিশুগণ! তোমরা যদি নিজের উন্নতি করিতে চাও এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দেশকেও যদি উন্নতি-সৌধের উচ্চতম শিখরে তুলিতে চাও ত, এই শৈশব হইতেই সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে শিখ।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

জ্ঞান	বহুমূল্য	সম্পূর্ণরূপে	সময়-সূচক	সূচনা
স্থূল	উপযোগী	সদ্ব্যবহার	অতর্কিতভাবে	মিলিত
চিহ্ন	ব্যবহার	প্রয়োজনীয়	নিয়ম-পূর্ব্বক	দ্যোতক
চক্র	শিরোদেশ	প্রতিবন্ধক	মনোহরিণী	চালিত
সূক্ষ্ম	সাঙ্কেতিক	অভিনিবিষ্ট	ঘটিকাযন্ত্র	রক্ষিত
বদ্ধ	প্রদক্ষিণ	অগ্রসর	তড়িদ্বার্ত্তাবহ	অন্যথা
কোষে	সর্ব্বশুদ্ধ	মনঃসংযোগ	শকটবান্	আগ্রহ
ছায়া	অতিক্রম	বর্ত্তমান	অধিবাসিবৃন্দ	উন্নতি
রজ্জু	উপাদান	আবিষ্কৃত	উন্নতি-শৈল	নিয়ত
সভ্যতা	সামান্য	বাহুল্য	শিখর	শৈশব

জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসকলের নগরাবলী :—

বাভেরিয়া—মিউনিক্।
ওয়াটেম্‌বর্গ—মিউনিক্।
স্যাক্সনি—ড্রেস্‌ডেন্; লীপ্‌ঝিগ্।
বেডেন্—কায়েলস্ক্রু, হাইডেল্‌বর্গ।
মেক্‌লেম্‌বর্গ—রস্‌টক্।

স্বাধীন নগরাবলী—
হ্যাম্‌বর্গ; ব্রেমেন্।

পঞ্চম পাঠ।

সূর্য্য।

(১)

হে রবি তোমায় কেন পূজে আর্য্যগণ—
জানে না জগৎ! তুমি হও তেজাধার;
তোমার বিহনে এই বিশ্ব অন্ধকার!
তোমা বিনা জীবগণ বাঁচে না কখন।

(২)

উজ্জ্বল আলোক তব আছে সর্ব্বক্ষণ—
ধরার উপর, যদা দিবস হেথায়—
মেক্‌সিকো প্রদেশে হয়, রজনী তখন;
তব কর আহরিয়ে জ্বলে গ্রহগণ।

---

* মেক্‌সিকো উত্তর আমেরিকার একটী প্রধান প্রদেশ। এরূপ প্রবাদ আছে যে, এই প্রদেশ এক সময়ে মহীরাবণের রাজ্য ছিল। রাম ও লক্ষ্মণ মহীরাবণকে বধ করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। এখানে আজও হিন্দু দেব-মন্দির আছে।

(৩)

শয্যায় শুইতে যাই, আমরা যখন,
শয্যা হ'তে উঠে তারা তব কৃপাবলে—
আপন কাজেতে রয় সকালে বিকালে;
গ্রহমণ্ডলী তোমায় করে প্রদক্ষিণ।

(৪)

আছয়ে এমন দেশ দূরে অবস্থিত,
অৰ্দ্ধেক সময় যথা নিশা বিরাজিত;
অতীত হইবে কত সপ্তা, তবু তারা—
পাইবে না আলো, হেরিবেনা কভু ধরা।

(৫)

কিবা রাত্রি কিবা দিন, সদা অন্ধকার!
কিন্তু ততোধিক ইহা বিস্ময়জনক,
কিছুকাল পরে গত হ'লে অন্ধকার,
ছয় মাস ক্রমাগত রহিবে আলোক।

(৬)

যখন শয্যায় তুমি হইবে শয়ান,
নির্ম্মল সুনীলাকাশে জ্বলিবে তপন;
ক্রমাগত কত সপ্তা নিশি না আসিবে,
দিবসের আলো সদা গগণে রহিবে।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত কঠিন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

সূর্য্য	জগৎ	তেজাধার	জীব	গ্রহমণ্ডলী
আর্য্য	অর্দ্ধেক	অন্ধকার	গ্রহ	বিস্ময়-জনক
কৃপা	অতীত	প্রদক্ষিণ	রবি	ততোধিক
তারা	আলোক	বিরাজিত	নিশা	অন্ধকার

ভারতের পণ্য দ্রব্য—তণ্ডুল, চিনি, নীল, কার্পাস, রেসম, গাঁজা, পাট, শোণ, লবণ, অহিফেন প্রভৃতি।

ষষ্ঠ পাঠ।

পক্ষীর স্বভাবজ জ্ঞান।

১। কেমন সুন্দররূপে ও সুকৌশলে ছোট ছোট পাখী গুলি সুকোমল ও ঈষত্নষ্ণ বাসাগুলি প্রস্তুত করে, এবং কেমন যত্নে তাহাদিগের ছানা গুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করে! প্রাতে নীড় পরিত্যাগ করিয়া কত দিক্ দেশান্তর হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে!

২। তাহাদিগের যত্ন এই স্থানেই সমাপ্ত হয় না। কারণ যেমন ঐ ছানাগুলি উড়িতে শিখে, কেমন করিয়া পক্ষ বিস্তার করিতে ও উড়িতে হয়, ধাড়ীগুলি তাহাদিগের ছানাগুলিকে তাহা শিক্ষা দেয়। আর এমন

অদ্ভুত কৌশলের সহিত তাহারা ছানাগুলিকে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে শিখায় যে, দেখিলে নিশ্চয় বোধ হয়, যেন ঈশ্বর ইহাদিগকেও আমাদিগের ন্যায় যুক্তিশক্তিতে বিভূষিত করিয়াছেন।

৩। ঈশ্বর পক্ষিজাতিকে ও অন্যান্য মানবেতর প্রাণিগণকেও একটী কার্য্যকরী মনোবৃত্তি দিয়াছেন। ইহাকে আমরা তাহাদিগের স্বাভাবিকী বুদ্ধি বা স্বভাবজ জ্ঞান বলি; এই জ্ঞানশক্তি-বলে তাহারা আপনাদিগের অপরিহার্য্য অভাবগুলি পূরণ করিয়া লয়।

৪। ইহা কি শোচনীয় বিষয় যে মানুষ শুদ্ধ আত্ম-সুখের জন্য এই নিরীহ জীবগণের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন। অনেকে শুদ্ধ লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য তাহা-দিগকে গুলি করিয়া মারেন। কেহ কেহ বা তাহা-দিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে পিঞ্জর-বদ্ধ করিয়া রাখেন। ইহা অতিশয় নিষ্ঠুরতার কার্য্য। ঈশ্বর যে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, অকারণে তাহার প্রাণনাশ করায় কাহারও অধিকার নাই; এবং তিনি যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, বিনা অপরাধে তাহা হরণ করিলে নিশ্চয় পাতকগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব শিশুগণ! অতঃপর

তোমরা নিরীহ পশুপক্ষিগণের উপর অকারণ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিও না।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ ও বানান কর :—

সুকোমল	রক্ষণাবেক্ষণ	নীড়	নিবৃত্তি
ঈষদুষ্ণ	পিঞ্জর-বদ্ধ	ক্ষুধা	সমাপ্ত
পরিত্যাগ	পাতক-গ্রস্ত	পক্ষ	বিস্তার
দেশান্তর	যুক্তিশক্তি	শিক্ষা	অদ্ভুত
বিভূষিত	কার্য্যকরী	লক্ষ্য	কৌশল
স্বভাবজ	জ্ঞানশক্তি	আত্মসুখ	সংগ্রহ
স্বাধীনতা	পূরণ	নিরীহ	হরণ

ভারতের প্রধান প্রধান নদী ও তত্তীরস্থ প্রধান প্রধান নগর :—

নদী—নগর।

ব্রহ্মপুত্র—গৌহাটী, তেজপুর, ময়মনসিংহ।

বুড়ীগঙ্গা—ঢাকা।

যমুনা—দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন।

গঙ্গা—বারাণসী, কাণপুর।

ভাগীরথী—মুরশিদাবাদ, হুগলী, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, কলিকাতা।

দামোদর—বর্দ্ধমান। খড়িয়া—কৃষ্ণনগর। শোণ—বিহার। গোমতী—লক্ষ্ণৌ। কালী নদী—মিরাট্।

সপ্তম পাঠ।

বিড়াল।
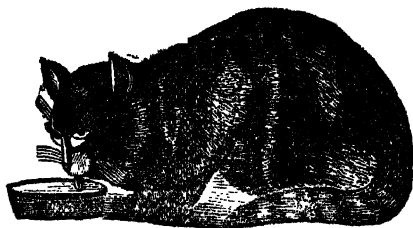
১। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বিড়াল অতি ক্ষুদ্র। সে যখন ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে, তখন তাহাকে ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হয়। তাহার থাবা অতিশয় ধারাল। তাহাকে আদর করিলে সে থাবা এমনই সঙ্কুচিত করে, যে তখন তাহার পা যেন মকমলের ন্যায় নরম প্রতীত হয়। কিন্তু তাহাকে রাগাইলে সে সেই থাবার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত নখাবলী দ্বারা আঁচড়াইয়া দেয়, এবং আরও উত্তেজিত করিলে কামড়াইয়া লয়।

২। বিড়াল কুক্কুরের ন্যায় বুদ্ধিমান্ নহে। তাহার আসক্তি গৃহস্থের আলয়ে যতদূর আবদ্ধ, গৃহবাসিগণের উপর ততদূর নহে। সুতরাং বিড়াল প্রভুভক্তিতে কুক্কু-রের ন্যূন। বিড়াল সতত আত্মসুখের অন্বেষণে থাকে।

প্রভুর কিসে মঙ্গল হইবে, তজ্জন্য সে বড় ব্যগ্র নহে। যদিও তাহারা গৃহস্তের বাটীতে বাস করে, তথাপি গৃহস্বামীর অধীনতা স্বীকার করে না। কুক্কুর নীরবে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন সহ্য করিবে, কিন্তু বিড়ালকে বাঁধিলে সে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিবে। তাহারা বড় স্বেচ্ছাচারী ও এক-গুঁয়ে। হাজার দুধভাত ও মাচ মাংস খাইতে দেও না কেন, বিড়াল ভুলিবার নহে। সে সুবিধা পাইলেই গৃহস্থের আহারসামগ্রী চুরি করিয়া খাইবে।

৩। বিড়ালের ছানাদের জন্মের পরদিনও তাহাদের চক্ষু কিয়ৎ পরিমাণে বোজা থাকে। বিড়ালী কিছু দিন ছানাগুলিকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাইয়া, তাহাদিগকে ইন্দুর ও ছোট ছোট পাখী ধরিয়া খাইতে দেয়।

৪। বিড়ালেরা চক্ষুর সাহায্যে শিকার করে। তাহারা ছোঁ পাতিয়া থাকে, এবং শিকারের উপর পড়িয়া অতর্কিতভাবে তাহাকে ধরে। তাহারা সেই নিরীহ জীবদিগকে ধরিয়া তাহাদিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়া করে, এবং অবশেষে বিবিধ যন্ত্রণা দিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে।

৫। বিড়ালেরা অল্প আলোকেই ভাল দেখিতে পায়। অধিক আলোকে তাহাদিগের নয়নতারা সঙ্কীর্ণ

হইয়া রেখামাত্রে পরিণত হয়। রাত্রিতে সেই তারা বিস্তৃত হইয়া একটী সুদীর্ঘ বৃত্তে পরিণত হয়।

৬। বিড়ালেরা সুগন্ধ বড় ভালবাসে। জল, শৈত্য বা দূষিত গন্ধ তাহাদের প্রীতিকর নহে। সূর্য্যের উত্তাপে রৌদ্র পোহাইতে এবং কোমল শয্যায় শয়ন করিতে তাহারা অতিশয় ভালবাসে।

৭। বিড়ালের দন্তপাটী খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করা অপেক্ষায় শিকারের বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিতে অধিকতর সমর্থ। বিড়ালেরা ইন্দুরগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে; তাহাদের অস্থিচর্ম্ম, মেদমাংস, দন্ত ও লোম—সমস্ত একত্র তাল পাকাইয়া গিলিয়া ফেলে। চিকিৎসকেরা বলেন যে ইহাতে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়, কারণ শুদ্ধ মাংস তাহাদের পক্ষে অতিশয় তেজস্কর—সুতরাং গুরুপাক। বিড়াল ইন্দুরাদি গৃহস্থের অপকারক জন্তুগণকে বধ করে বলিয়াই—গৃহস্থেরা বিড়াল পুষিয়া থাকে।

৮। ঘাস বিড়ালের পীড়ার পরম ঔষধ। এইজন্য পীড়িত হইলেই তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে। সূর্য্যকিরণও তাহাদের পক্ষে আরোগ্য-কর। এইজন্য পীড়া হইলে অনেক সময় তাহারা রৌদ্রে পড়িয়া থাকে।

৯। বিড়াল যদিও সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করে না, তথাপি বিশেষ যত্ন করিলে অনেকটা বশীভূত হয়। তাহারা শিশুদিগকে বিশেষ ভালবাসে। বিশেষ অত্যাচার করিলেও শিশুগণকে সহজে কামড়ায় না বা খাঁমচায় না। এইজন্য শিশুগণও তাহাদিগকে বড় ভালবাসে।

১০। অনেকে বিড়ালদিগের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহারা কোনও খাদ্য-দ্রব্যে মুখ দিলে তাহাদিগকে কখন কখন দোতালা হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এরূপ নিষ্ঠুরতা নিতান্ত গর্হিত।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

চতুষ্পদ	লুক্কায়িত	অভ্যন্তরে	অধীনতা	গৃহস্বামী
অবশেষে	প্রীতিকর	গুরুপাক	চিকিৎসক	তেজস্কর
বিড়াল	ধারাল	আসক্তি	গৃহস্থ	আলয়
কুক্কুর	প্রচণ্ড	সুবিধা	বিবিধ	আলোক
পরম	ঔষধ	গর্হিত	মূর্ত্তি	স্তন্য
রৌদ্র	মেদ	মাংস	আহার-সামগ্রী	অতর্কিতভাবে

ইউরোপের উপদ্বীপ :—

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, স্পেন্, ইতালী, জট্ল্যাণ্ড্ (পাশ্চাত্য ডেন্মার্ক), পর্টুগ্যাল্, মোরিয়া (দক্ষিণগ্রীসে), কোরিয়া (দক্ষিণ রুসিয়ায়)।

অষ্টম পাঠ।

বিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রতি উপদেশ।

১। হে বিদ্যালয়ের ছাত্র! তুমি যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া, আপনার পুস্তকাদি লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিবে এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া, কোন গোলমাল না করিয়া ধীরভাবে আপনার পাঠ অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিবে।

২। যখন শিক্ষকের নিকট তোমার পাঠ বলিবে, প্রত্যেক শব্দ স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবে, দেখিও, যেন একটী কথাও অশুদ্ধ উচ্চারণ করা না হয়। কারণ কোনও কথা অশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে, সে কথার অর্থ তোমার সম্পূর্ণরূপে হৃদ্বোধ হইবে না, এবং তোমার পড়া শুনিয়া আর কাহারও উপকার হইবে না।

৩। পড়িবার সময় কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ী প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। এক গুণিতে যতটুকু সময় আবশ্যক, কম্মার (,) নিকট ততটুকু, এক ও দুই গুণিতে যতটুকু সময় লাগে, সেমিকোলনের (;) নিকট ততটুকু, এবং এক দুই ও তিন গুণিতে যতটুকু সময় লাগে, দাঁড়ী (।) বা পূর্ণচ্ছেদের (.) নিকট তত-

টুকু মাত্র থামিবে। ইংরাজীতে যেখানে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়, বাঙ্গালাভাষায় সেই স্থানে দাঁড়ী ব্যবহার করিয়া থাকে। যেখানে বিস্ময়ের চিহ্ন (!) দেখিবে—সেখানে একটু থামিয়া বিস্ময়ের ভাব দেখাইবে—এবং যদি পার, অন্তরেও একটু বিস্মিত হইবে। কোলনের চিহ্ন (ঃ) দেখিলে বুঝিবে যে, পূর্ব্বের সহিত পরের যোগ আছে। যতক্ষণ কোন ছেদচিহ্ন না পাইবে, ততক্ষণ পড়িতে থাকিবে।

৪। যে শব্দগুলি তুমি পূর্ব্বে জানিতে না, সেই গুলির বিশেষ করিয়া বানান ও অর্থ করিতে হইবে। তাহা হইলে তুমি সেগুলি উত্তমরূপে শিখিতে পারিবে। যে শব্দের অর্থ তুমি জান না, শিক্ষক মহাশয়ের নিকট তাহার অর্থ জানিয়া লইবে। অভিমানবশতঃ কখন শিক্ষকের নিকট আপনার মূর্খতা গোপন করিও না। যাহার ভাল করিয়া শিখিবার ইচ্ছা আছে, সে আপনার মূর্খতা গোপন করিয়া, শিক্ষক ও সমপাঠী ছাত্রবর্গের নিকট আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে না। এরূপ করিলে তাহার মূর্খতা চিরস্থায়ী হইয়া যায়।

৫। যদি তুমি প্রকৃত পণ্ডিত হইতে চাও, তাহা

হইলে এক সময় দুই কাজ করিও না, যখন পড়িতে বসিবে, তখন খেলার দিকে মন দিও না; অধিক কি, বাটীর বিষয়ও ভাবিও না; ভাবিও, যেন বিদ্যালয় ভিন্ন তোমার আর কোনও স্থান নাই। তন্ময়ত্ব ব্যতীত কোনও বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। খেলাতে তোমার মন যেরূপ তন্ময় হয়, পাঠনাতেও মনকে সেইরূপ তন্ময় করিতে চেষ্টা করিবে।

৬। আর একটী কথা—যদি তুমি প্রকৃত জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র এবং বড়লোক হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাকে বিশেষ মনোযোগের সহিত গুরুবাক্য শুনিতে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। যাঁহারা তোমাদের জন্য এত কঠিন পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদের কথায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে তোমাদিগের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করা তোমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। কৃতজ্ঞতা মানব-হৃদয়ের একটী প্রধান গুণ। যাহার এই কৃতজ্ঞতা-গুণ নাই, সে নরাকার জন্তুবিশেষ।

৭। যে সকল ছাত্রের সহিত তুমি একত্র পড়িবে, তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিবে। ভালবাসা-শিক্ষার এমন স্থান আর পাইবে না। বিদ্যালয়ের ন্যায়

নিঃস্বার্থ প্রেমশিক্ষার স্থল আর নাই। তোমাদের কোমল দেব-হৃদয়ে এখনও স্বার্থের তরঙ্গ উঠে নাই। এই সময়ের ভালবাসা চিরদিনের মত হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। এমন সরল ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা জীবনে আর কখন অর্জ্জন করিতে পারিবে না। তাই বলিতেছি, সমপাঠিগণকে সমভাবে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়া লও। দেবত্ব লাভ করিবার এমন সুবিধা আর পাইবে না।

৮। সমপাঠিগণের গায় কখন হাত তুলিও না, কখন তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিও না, কখন তাহাদিগের নাম খারাপ করিয়া ডাকিও না, এবং প্রাণান্তেও তাহাদিগের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিও না।

৯। তুমি যাহাদিগের সহিত খেলা করিবে, দেখিও, তাহারা যেন সকলেই সচ্চরিত্র হয়। যে সকল ছাত্র লোককে শাপ দেয়, কথায় কথায় শপথ গ্রহণ করে, এবং মিথ্যা কথা কহিতে ও চুরি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, এরূপ ছাত্রগণকে কখন ক্রীড়াসহচর করিও না। চির-প্রবাদ আছে, যে সংসর্গ হইতেই দোষ গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে†। অতএব কুসংসর্গ সর্ব্বথা পরিহার করিবে।

† সংসর্গজাঃ দোষগুণাঃ ভবন্তি।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত কঠিন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

উচ্চারণ	প্রতিপন্ন	সিদ্ধিলাভ	পরিহার
অশুদ্ধ	বিস্ময়	গোপন	পণ্ডিত
প্রকৃত	সংসর্গ	উৎপন্ন	সর্ব্বথা
ছেদচিহ্ন	সমপাঠী	সচ্চরিত্র	গুরুবাক্য
উত্তমরূপে	চিরপ্রবাদ	কুসংসর্গ	শাপ
অভিমানবশতঃ	শপথগ্রহণ	ক্রীড়াসহচর	

এসিয়ার প্রধান প্রধান দেশ, দ্বীপ ও নগর :—

ভারতবর্ষ—কলিকাতা, ঢাকা, মুরশিদাবাদ, পাটনা, বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, সুরাট, পুনা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ।

তুরস্ক—স্মর্ণা, আলিপো, ড্যামাস্কস্, জরুজেলেম্, বোগ্দাদ্, মোস্থল্, বস্‌রা, ট্রেবিজন্দ, মক্কা, জিদ্দা ও মেদিনা।

পারস্য—তেহেরান্, ইস্পাহান্, বুসার্, সীরাজ, হামাদান্।

আফ্‌গানিস্থান—কাবুল, কান্দাহার, হীরাট্, বাদাক্‌সান্।

বেলুচুস্থান—খেলাট্।

ব্রহ্মদেশ—রেঙ্গুন্, মার্টাবান্, মুলমেন্, মাণ্ডই, মান্দালয়, আভা ও অমরাপুর।

শ্যামরাজ্য—ব্যাঙ্কক্ (রাজধানী)।

চীন—পেকিন্, নাঙ্কিন্, শ্যাঙ্গাই, লিঙ্গ্‌পো, আময়, ক্যাণ্টন্।

তিব্বত—লাসা (রাজধানী)।

জাপান—জেড়ো (রাজধানী), যিকোহামা।

জাভা—ব্যাটেভিয়া (রাজধানী)।

সুমাত্রা—আচিন্ (রাজধানী)।

ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ—মানিল্লা (লুঝন্ দ্বীপে)।

স্বাধীন তুরস্ক—বুখারা, খীভা, খাস্ঘর, য়েৰ্কন্দ, খোটান।

এসিয়াটিক রুসিয়া—তোবলস্ক, ইর্থটস্ক, সমরকন্দ, খোকন্দ, কাটুম, কার্স, আঙ্গাহান।

ষ্ট্রেট্স সেটেল্মেণ্ট—পিনাঙ্, মালাক্কা, সিঙ্গাপুর।

ক্যাম্বোডিয়া—সৈগোন্।

লেয়স—ল্যাঙ্কাঙ্।

আনাম—হিউ।

নবম পাঠ।

শ্রম-শীলতা।

(১)

কেমন যতনে দেখ ! মধুপ-সকল—
সাধিছে উন্নতি প্রতি উজ্জ্বল হোরায় !
সংগ্রহ করিছে মধু দিবসে কেবল—
আলোড়ি কাননে বিকসিত পুষ্পচয়।

(২)

নির্ম্মিত কেমন করে চাক আপনার !
মৌচাকে কেমন মোম করয়ে বিস্তার !
ভাণ্ডার পূরয়ে করি শ্রম গুরুতর,
চয়নিয়া মধু পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তর।

(৩)

আমিও এমন কাজে হইব মগন,
যাহাতে অবশ্য লাগে শ্রম ও কৌশল ;
কারণ জানি হে আমি, হইবে সকল—
অপকর্ম্ম তাহা হ'তে, অলস যে জন।

(৪)

পুস্তকেতে, পরিশ্রমে, স্বাস্থ্যদ ক্রীড়ায়—
প্রথম বয়স মম যাপিব নিশ্চয় ;
তাহ'লে পারিব আমি কাছে ঈশ্বরের—
হিসাব দিইতে ভাল প্রতি দিবসের।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ ও বানান কর :—

মধুপ	বিকসিত	হোরা	অপকর্ম্ম
সংগ্রহ	পুষ্পচয়	মধু	স্বাস্থ্যদ
আলোড়ি	বিস্তার	মোম	বয়স
কানন	মৌচাক	শ্রম	অলস

ইউরোপের গিরিমালা :—

কিয়োলেন্ (১) ডোভর্ফিল্ড (২) পিরিনীজ্ (৩) আপিনাইন্স্ (৪) আল্‌প্স (৫) কার্পেথিয়ান্ (৬) বল্‌কান্ (৭) ককেসস্ (৮) ইউরাল্ পর্ব্বতাবলী (৯)।

দশম পাঠ।

উদ্ভিদ্।

১। যে সকল বস্তু ভূমি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে উদ্ভিদ্ কহে—যেমন তরু, লতা, তৃণ, শাক, শবুজা ইত্যাদি। ঐ যে উদ্যানে বিস্তৃত-শাখা-যুক্ত হরিৎ-পল্লব-সুশোভিত গাছটী দেখিতেছ—উহাকেই তরু বা বৃক্ষ কহে। আর ঐ যে ধান গাছগুলি দেখিতেছ—যাহা মাঠকে যেন সোণার পাতে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, উহাদিগকেও তরু বা বৃক্ষ কহে। আবার কাননে নানা বর্ণের সুগন্ধ ফুলে পরিপূর্ণ যে সকল ফুলগাছ রহিয়াছে দেখিতেছ, তাহাদিগকেও তরু বা বৃক্ষ কহে।

---

(১) নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে অবস্থিত। (২) নরওয়েতে স্থিত।
(৩) ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে অবস্থিত। (৪) ইতালীর মধ্যস্থলে।
(৫) উত্তর ইতালী ও সুইজলণ্ডে অবস্থিত। (৬) অষ্ট্রিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব।
(৭) ইউরোপীয় তুরস্কে অবস্থিত। (৮) রুসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব।
(৯) ইউরোপে ও এসিয়ার মধ্যে অবস্থিত।

ইহারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে বলিয়াই ইহাদিগকে উদ্ভিদ্ কহে।

২। পশু, পক্ষী, কীট ও মানুষ প্রভৃতির ন্যায় গাছেরও জীবন আছে এবং ইহারাও কিছুদিন জীবিত থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মরিয়া যায়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে, এবং সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে; কিন্তু উদ্ভিদ্ তাহা পারে না।

৩। বড় গাছে বড় ঝড় লাগিয়া থাকে। ঝড়ের সময় ইহা অতিশয় তরঙ্গায়িত হইতে ও দুলিতে থাকে, তথাপি ইহা পড়ে না। কারণ ইহার মূল বা শিকড মৃত্তিকার সহিত দৃঢ়-সম্বদ্ধ আছে।

৪। বৃক্ষের মূল যে শুদ্ধ বৃক্ষকে মৃত্তিকার সহিত দৃঢ়-সম্বদ্ধ করিয়া রাখে এরূপ নহে। সেই মূল মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করে।

৫। বৃক্ষের মূলের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অংশকে চারাগাছ-স্থলে ডাঁটা এবং বড়গাছস্থলে গুঁড়ি কহে। চারা গাছ বা বড় গাছের মস্তক শূন্যে ধারণ করাই এই ডাঁটা বা গুঁড়ির মুখ্য কাজ। মৃত্তিকা হইতে যে রস

উঠিয়া বৃক্ষকে পরিবর্দ্ধিত করে, এই ডাঁটা বা গুঁড়ি সেই রসের বহন-সম্বন্ধে নলের কাজ করিয়া থাকে। ইহাই এই ডাঁটা বা গুঁড়ির গৌণ কাজ। মৃত্তিকায় যতদিন রস থাকে, এবং এই ডাঁটা বা গুঁড়ির রসাকর্ষণশক্তি যত দিন অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিনই বৃক্ষ জীবিত থাকে। মৃত্তিকায় রস না থাকিলে এবং ডাঁটা বা গুঁড়ির রসাকর্ষণশক্তি বিনষ্ট হইলে বৃক্ষ ক্রমশঃ শুকাইয়া মরিয়া যায়।

৬। উদ্ভিদ্ যেখানে জন্মে, সেইখানেই থাকে; মনুষ্য ও পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণের ন্যায় একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে না বলিয়াই—ইহাদিগকে স্থাবর কহে।

৭। তরুলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌গণের গাত্র সচরাচর ছালে আবৃত। মানুষের ও পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবগণের শরীর যেমন চর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকায় সূর্য্য-কিরণে শুষ্ক হইয়া যায় না, উদ্ভিদের গাত্রও ঠিক্ সেইরূপ ছালের সাহায্যে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ হইতে পরিরক্ষিত হয়। আরও এক কথা এই যে ছাল থাকায় তরুগাত্রে বিশেষ আঘাত লাগিতে পারে না।

৮। প্রায় অধিকাংশ উদ্ভিদের ফলের অভ্যন্তরে বীজ নিহিত থাকে—যথা আম, জাম, বেল, কাঁঠাল, তাল

ইত্যাদি। এই বীজ ভূমিতে পূতিয়া দিলেই সেই সেই গাছের চারা হয়। কিন্তু কতকগুলি উদ্ভিদের আবার বীজে চারা হয় না। উহাদের ছিন্ন শাখা বা মূলের কিয়দংশ ভূমিতে পূতিয়া দিলেই—তাহা হইতে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়—যেমন গোলাপ, মল্লিকা, কামিনী ও যূঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ।

৯। ফসল হইয়া গেলে, যে সকল উদ্ভিদ্ শুষ্ক ও বিনষ্ট হয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে—যথা ধান্য, গোধূম, যব, সর্ষপ, কলাই ইত্যাদি। ইহাদিগের অপর নাম শস্য। শস্যক্ষেত্রসকল লাঙলদ্বারা চষিয়া তাহাতে এই শস্য ছড়াইয়া দেয়। সেই উপ্ত বীজ হইতেই শস্যের চারা উৎপন্ন হয়। ইহাকেই বপন-করা শস্যের গাছ কহে। এই বপন-করা চারা ভিন্ন আর এক প্রকারে শস্য উৎপন্ন হয়। একস্থানে বীজ ছড়াইয়া দেয়। সেই উপ্ত বীজে যে চারা উৎপন্ন হয়, তাহা সেই স্থান হইতে তুলিয়া স্থানান্তরে রোপিত করে। সেই ক্রিয়াকে রোপণ-কার্য্য কহে। প্রথমোক্ত ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন ধানকে আউস্ ধান ও শেষোক্ত ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন ধানকে আমন ধান কহে।

১০। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। আমরা—ভারতের অধিবাসিবৃন্দ—কৃষিকার্য্য দ্বারা উৎপন্ন শস্য ভক্ষণ

করিয়াই জীবন ধারণ করি। কৃষি দ্বারা ধান্য, গোধূম, যব, কলাই, মুগ, মটর, মসূর, খেঁসারি, ছোলা প্রভৃতি বিবিধ শস্য উৎপন্ন হয়। এ সমস্তই আমাদের আহার-সামগ্রী। ধান্য হইতে চাউল, গোধূম হইতে গমের ময়দা, যব হইতে ছাতু, এবং কলাই, মুগ, মটর, মসূর, খেঁসারি ও ছোলা হইতে বিবিধ ডাউল প্রস্তুত হয়। ডাউল ও ভাতই আমাদিগের প্রধান আহার।

১১। এতদ্ভিন্ন তরিতরকারিও আমাদের গৌণ আহারসামগ্রী। তরিতরকারির মধ্যে আলু, বেগুন, পটল, ঝিঙে, নাউ, মোচা, কাঁকুড়, শসা, কুম্‌ড়া প্রধান। এই সকল তরকারি রন্ধন করিয়া বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হয়। বিবিধ শাক ও মূলাও আমাদের ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিরামিষভোজীরা শুদ্ধ উদ্ভিদ্ ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করেন।

১২। ভারতবর্ষে আম, জাম, কাঁঠাল, পিয়ারা, আতা, লোনা, আনারস, বাতাবী লেবু, দাড়িম, নারিকেল, তাল, বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, খোবানী, খরমুজ, তরমুজ প্রভৃতি বিবিধ মধুর ও স্বাদু ফল জন্মে। ধনীদিগের উদ্যানে বা কাননে এই সকল ফলবৃক্ষ জন্মে। এই সকল ফল অতি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য।

১৩। ভারতে দুই প্রকার তুলা পাওয়া যায়—কার্পাস তুলা ও শিমুল তুলা। শিমুল তুলায় বালিশ তোষক ও গদি প্রভৃতি, এবং কার্পাস তুলায় লেপ, বালাপোষ ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কার্পাসের বীজ বাছিয়া, ধুনিলে তুলা হয়। সেই তুলা হইতে সূত্র এবং সেই সূত্র হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। সুতরাং দেখা যাই-তেছে যে এক উদ্ভিদ্ হইতেই আমাদিগের অশন ও বসন—এ দুইই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

নীতি—অতএব শিশুগণ! তোমরা অতঃপর কৃষিকর্ম্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবে। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ ও বানান কর :—

ভূমি	তরু	শস্যক্ষেত্র	তৃণ	বিস্তৃত-শাখা-যুক্ত
পাত	ভেদ	পরিবর্দ্ধিত	রস	হরিৎ-পল্লব-সুশোভিত
শূন্যে	নল	প্রথমোক্ত	মুখ্য	রসাকর্ষণশক্তি
চর্ম্ম	উপ্ত	উৎপন্ন	উদ্ভিদ্	নিরামিষভোজী
উদ্যান	মণ্ডিত	মৃত্তিকা	নির্দ্দিষ্ট	আহার-সামগ্রী
মস্তক	ধারণ	অক্ষুণ্ণ	ক্রমশঃ	অধিবাসিবৃন্দ
সাহায্য	স্থাবর	সূত্র	অশন	বহন-সম্বন্ধে
বসন	গর্হিত	বীতশ্রদ্ধ	ওষধি	পরিপূর্ণ
আকর্ষণ	ব্যঞ্জন	পরিপুষ্ট	বপন	অভ্যন্তরে

তরুগাত্র	মধুর	পরবর্ত্তী	নিহিত	তরঙ্গায়িত
রোপণ	স্বাদু	দৃঢ়-সম্বন্ধ	পুষ্পবৃক্ষ	অব্যবহিত
মূল	লতা	সচরাচর	গৌণ	কৃষিপ্রধান

ইউরোপের আগ্নেয় গিরিমালা :—

হেক্‌লা (আইস্‌ল্যাণ্ডের দক্ষিণে),
এট্‌না (সিসিলীর পূর্ব্বে)।
ভিসুবিয়স্‌ (ইতালীতে ও নেপল্‌সের নিকটে)।

ষ্ট্রোম্‌বোলী (লিপারী দ্বীপ-পুঞ্জের কোনটীতে)।

এই পুস্তকের কঠিন শব্দগুলি বর্ণমালানুসারে সন্নিবেশিত হইল।

অ

অক্ষয়
অকূল
অখণ্ডিত
অগণ্য
অগ্নিশিখা
অগ্রভাগ
অঙ্কিত
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
অঙ্গরাখা
অচিরকালমধ্যে
অচিরাৎ
অজীর্ণ
অজ্ঞাতসারে
অট্টালিকা
অণুবীক্ষণ
অণ্ড
অতর্কিতভাবে
অতঃপর
অতিক্রম
অতীত
অত্যাচার
অদৃষ্ট
অর্দ্ধস্ফুট
অদ্ভুত
অধঃস্থল
অধিকাংশ
অধিকৃত
অধিবাসিবৃন্দ
অধিবেশন
অনতিপর
অনন্ত
অন্তর্জাতীয়
অন্ধকার
অনাবৃত
অনায়াসে
অনিষ্ট
অনিত্য
অনুকরণ-প্রিয়
অনুকূল
অনুগত
অনুগ্রহ
অনুতপ্ত
অনুনয়
অনুমতি
অনুভব
অনুবর্ত্তন
অনুরূপ
অনুশীলন
অনুসন্ধান
অন্যথা
অপকার
অপব্যয়
অপরাধ
অপরাহ্ণ
অপার
অপরিমিত
অপূর্ব্ব
অবতীর্ণ
অবনতি
অবশিষ্ট
অবশেষে
অবহেলা
অবান্তর
অবারিত
অবিভক্ত
অব্যবহিত
অভিনিবিষ্ট
অভিভূত
অভিমানবশতঃ
অভিহিত
অভ্যন্তরে
অমিতবলশালী
অরুণ
অলক্ষিতভাবে
অলৌকিক
অশন
অশুদ্ধ
অশ্রুজল
অশ্বযান
অসদ্ব্যবহার
অসমর্থ
অসম্বদ্ধ
অসম্ভব
অস্তমিত
অস্তিত্ব
অস্থির

আ

আকর্ষণ
আকাঙ্ক্ষী
আকিঞ্চন
আকৃতিগত

আখ্যাত
আখ্যায়িকা
আগন্তুক
আগ্রহ
আজ্ঞাবহ
আত্মচরিত্র
আদর্শ
আধিপত্য
আনন্দমেলা
আপত্তি
আপাততঃ
আবশ্যকতা
আবিক্রিয়া
আভ্যন্তরীণ
আরম্ভহ্
আর্য্য
আলয়
আলোড়ি
আশঙ্কা
আশ্বস্ত
আসক্তি
আসঙ্গলিপ্সা
আহত
আহরণ
আহারান্বেষণ
আয়তন

ই

ইন্দ্রিয়নিচয়
ইষ্ট
ইহলোক

ঈ

ঈশ্বর
ঈষদুষ্ণ

উ

উচাটন
উচ্চারণ
উড্ডীয়মান
উত্তাপ
উৎপন্ন
উৎসর্পণ
উত্তেজিত
উদ্দীপিত
উদ্দেশ্য
উদ্বেজিত
উদ্ভাবন
উদ্ভিদ্
উদ্যান
উদার
উন্নতি
উন্মোচন
উপকারী
উপযোগী
উপস্থিত
উপাখ্যান
উপাদান
উপদেশ
উপাসনা
উভচর
উল্লম্ফন
উল্লসিতপ্রাণ

ঋ

ঋতু

এ

একদা
একপদ
একবাক্য
একাগ্র
একাধিপত্য
একান্ত
এতদ্ভিন্ন

ঐ

ঐকতানিক
ঐশ্বর্য্য
ঐহিক

ও

ওষ্ঠাগ্র

ক

কণ্ঠস্থ
কর্ত্তব্য
কর্ত্তৃস্বাধীন
কথোপকথন
কদাকার
কপোল
কমলিনী
কম্পিত
করতলে
করাত
কর্ম্মকার
কর্ম্মঠ
কলত্র
কলিকা
কানন
কারুকার্য্য
কাব্য
কালান্তক
কাহিনী [মূঢ়
কিংকর্ত্তব্যবি-
কীটাণু
কীর্ত্তি
কুণ্ঠিত
কুতূহল
কুম্ভকার
কুম্ভীর
কুলায়

কুসংসর্গ
কুসুম
কুস্বপ্ন
কৃতজ্ঞতা
কৃতসংকল্প
কৃপা
কৃমি
কৃষক
কৃষ্ণবর্ণ
কোটর
ক্রমশঃ
ক্রুদ্ধ
ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ
ক্রূরস্বভাব
ক্লান্ত
ক্ষণস্থায়ী
ক্ষতিলাভগণনা
ক্ষিপ্রগতি
ক্ষীণতর
ক্ষৌরকার

খ

খঞ্জ
খেচর
খুল্লতাত

গ

গজেন্দ্র
গতিশক্তি
গর্দ্দভ
গর্হিত
গাত্রবস্ত্র
গায়কশ্রেণী
গিরিশিখর
গুহা
গুরুতর
গৃধিনী
গৃহস্থ
গোক্ষুর,
গোদুগ্ধ,
গোপন
গোশকট
গৌণ
গ্রাম্য
গ্রাস
গ্রীষ্মপ্রধান

ঘ

ঘটিকাযন্ত্র
ঘনসন্নিবিষ্ট
ঘ্রাণ

চ

চক্র
চতুর্দ্দিক্
চতুষ্পদ
চরণাশ্রিত
চয়ন
চাতুর্ম্মাস্য
চিক্কণ
চিত্তশুদ্ধি
চিন্তামালা
চিরপ্রবাদ
চেতনা

ছ

ছাগবলি
ছেদচিহ্ন

জ

জটায়ু
জন্মদাতা
জলধিজল
জয়োল্লাস
জাগরূক
জাতিগত
জাতিস্মর
জানু
জিজ্ঞাসা
জীবন
জ্বালা

ঝ

ঝাল্লাপালা

ত

ততোধিক
তৎক্ষণাৎ
তত্ত্বজ্ঞান
তত্ত্বাবধারণ
তদীয়
তন্তুভর
তরঙ্গায়িত
তরুপল্লব
তরে
তড়িদ্বার্ত্তাবহ
তানলয়
তাপ
তারতম্য
তারা
তীব্র
তীক্ষ্ণাগ্র
তেজস্কর
তৃপ্তিকর
ত্বক্

দ

দণ্ডবিধি
দন্তপাটী
দর্শন
দংশন
দারুদুর্গ
দিগন্তব্যাপী
দিবানিশি
দীনেশ
দীর্ঘশ্বাস
দ্বীপজ্ঞান

দুরাকাঙ্ক্ষা
দুর্গ
দুর্দ্দান্ত
দুর্ব্বল [শয্যা
দুগ্ধফেণনিভ-
দুষ্কর
দুষ্টমতি
দূরীভূত
দূষিত
দৃঢ়তা
দেহধারী
দৌরাত্ম্য
দ্যোতক
দ্বিজ
দ্বিধা
দ্বেষাদ্বেষ

ধ

ধরা
ধর্ম্মরত্ন
ধারণ
ধূর্ত্ত
ধৌতকার
ধ্বংসবিধান

ন

নমনীয়
নলিনী
নয়ন
নানাজাতীয়
নাবিক
নিপুণভাবে
নিবৃত্তি
নিবেশন
নিমগ্ন
নিরঞ্জন
নিরন্তর
নিরবধি
নিরাপদ
নিরাবরণ
নিরামিষভোজী
নির্ভয়ে
নির্গত
নির্দ্দিষ্ট
নির্ম্মল
নির্ম্মিত
নির্গত
নিরীহ
নিশ্চয়
নিষেধ
নিষ্ঠুর
নিস্তেজ
নিয়ত
নীরব
নীরোগ
নীড়
নৃসিংহমূর্ত্তি

প

পক্ষতি
পক্ষিশাবক
পঙ্কজিনী
পর্ব্ব
পরবর্ত্তী
পরলোক
পরস্পর
পরাকাষ্ঠা
পরামর্শানুসারে
পরিচ্ছন্ন
পরিচিত
পরিচ্ছেদ
পরিণতি
পরিণাম
পরিত্যাগ
পরিধান
পরিপুষ্ট
পরিপূর্ণ
পরিবর্দ্ধিত
পরিবার
পরিমাণ
পরিরক্ষিত
পরিষ্কার
পরিহার
পরিহাস
পল্লী
পরীক্ষা
পশুরাজ
পস্‌লা
পাতকগ্রস্ত
পারত্রিক
পারদর্শিতা
পানাসক্ত
পার্থিব
পার্লামেণ্ট
পাশব
পাষাণ
পিচ্ছিল
পিঞ্জরবদ্ধ
পিপীলিকা
পিয়াস
পুচ্ছ
পুণ্যপুঞ্জবলে
পুত্তলিকা
পুনঃপুনঃ
পুরোহিত
পুলকিত
পুষ্করিণী

পুষ্টিসাধন
পূজ্য
পূততম
পূতিগন্ধময়
প্রকৃত
প্রকৃতি
প্রক্ষেপ
প্রখর
প্রচণ্ড
প্রজ্জ্বলিত
প্রণয়
প্রতিনিধি
প্রতিপন্ন
প্রতিপালন
প্রতিপাদ্য
প্রতিবেশী
প্রতিশ্রুত
প্রথমোক্ত
প্রবলপরাক্রম-[শালী
প্রদান
প্রফুল্লিত
প্রভাব
প্রশস্ত
প্রশংসা
প্রসব

প্রহরী
প্রহার
প্রসারিত
প্রয়োগ
প্রাচীন
প্রাণঘাতক
প্রাদুর্ভাব
প্রাধান্য
প্রীতিকর

ফ

ফণা

ব

বক্র
বক্ষস্থল
বঞ্চিত
বণিক
বন্দোবস্ত
বর্ণনা
বর্ত্তমান
বপন
বলকর
বল্মীক
বসতি
বসন
বসামাংসাদি
বহুবিস্তৃত

বয়ন
বাক্‌শক্তি
বাচ্য
বাষ্পগদগদ
বাসগৃহ
বাসন্ত
বাহু
বাহুল্য
বায়স
বিকসিত
বিক্ষেপ
বিচরণ
বিচারক
বিচালন
বিচ্ছিন্ন
বিদূরণ
বিধাতা
বিধান
বিধিবদ্ধ
বিধুর
বিন্দুমাত্র
বিন্যস্ত
বিপন্ন
বিপুলা
বিবাদ
বিবিধ

বিভক্ত
বিভিন্ন
বিভীষিকাময়
বিভু
বিভূষিত
বিমর্ষ
বিমূঢ়
বিরক্ত
বিরল
বিরাজিত
বিলাস
বিশ্রামদায়িনী
বিশ্বপতি
বিশ্বাস
বিশেষ
বিষাক্ত
বিস্তার
বিসম্বাদ
বিসর্জ্জন
বিহঙ্গ-নিকুঞ্জন
বিহিত
বিড়ম্বনাময়
বীতশ্রদ্ধ
বীরত্ব
বৃক্ষশাখা
বৃহত্তম

বেদনা
বেষ্টন
বৈদেশিক
বৈষম্য
ব্যঞ্জন
ব্যতিব্যস্ত
ব্যতীত
ব্যবস্থা
ব্যবহার
ব্যাঘাত
ব্রিটনেশ্বরী

ভ

ভক্তিভাবে
ভগবদ্ভক্তি
ভগবান
ভস্মসাৎ
ভয়চকিত
ভবিষ্যৎ
ভারতসাম্রাজ্ঞী
ভীষণ
ভূপৃষ্ঠ
ভূচর
ভূমিতল
ভূষণ
ভূয়সী
ভৃত্য
ভেদ
ভৌগোলিক
ভ্রমণ
ভ্রমর

ম

মক্ষিকা
মঙ্গলনিদান
মণ্ডিত
মধুচক্র
মধুপসকল
মলিনতা
মসৃণ
মস্তিষ্ক
মহানগরী
মহাসমাদয়
মহিলাগণ
মানব-জন্ম
মিলিত
মীন
মুক্তি
মুকুলিত
মুখ্য
মুগ্ধ
মুদ্রা
মূর্ত্তি
মূলাধার
মূষিক
মৃণ্ময়
মৃত্তিকা
মৃদু
মেদ
মেষশাবকদল
ম্রিয়মাণ

য

যকৃৎ
যথেচ্ছাচার
যন্ত্রণা
যুক্তিশক্তি
যুগান্তর
যানবহ
যোজনা

র

রজনী
রজ্জু
রবিস্রষ্টা
রমণী
রাজ্ঞী
রাজধানী
রাজপ্রতিনিধি
রাজমার্গ
রুগ্ন
রূঢ়
রোপণ
রোহিত

ল

লক্ষণ
লক্ষ্যীকৃত
লভিবে
লয়
লাঙ্গুল
লিপ্তপদ
লুক্কায়িত
লূতাতন্তু
লোমশী

শ

শকটবান্
শকুনী
শবণ
শল্ক
শশব্যস্ত
শাপভ্রষ্ট
শারীরিক্
শাসনপ্রণালী
শিক্ষক
শিখর
শিরস্ত্রাণ
শিল্পনিপুণ
শীতাধিক্য

শুচি
শুভাশুভ
শুশ্রূষা
শৈবাল
শৈশব
শোভিত
শোষণ
শ্রবণ
শ্রান্তি
শ্রেণীবদ্ধরূপে
শ্বাস
শ্বেত

ষ

ষণ্ডবলদাদি

স

সখ্য
সঙ্গীত
সচরাচর
সচ্চরিত্র
সচিত্র
সজীব
সৎপরামর্শ
সত্ত্বেও
সদয়
সদ্ব্যবহার
সন্তরণ
সন্দেহ
সন্নিধান
সন্নিবেশ
সবাকার
সবিশেষ
সমপাঠী
সমভাব
সমরাঙ্গন
সমর্থ
সময়সূচক
সমাকীর্ণ
সমাগত
সমাপ্ত
সমাবেশ
সমীরণ
সমুজ্জ্বল
সমোপাধিক
সম্পত্তি
সম্বর্দ্ধন
সরীসৃপ
সর্পণশীল
সর্ব্বথা
সর্ব্বপ্রকার
সর্ব্বাঙ্গীন
সযতনে
সবিস্তর
সস্নেহ
সহস্র
সহানুভূতি
সহাস্য
সংক্ষেপতঃ
সংগ্রহ
সংযোজন
সংশোধন
সংস্কৃত
সংসর্গ
সংসাধিত
সাঙ্কেতিক
সাধারণতঃ
সাধ্য
সান্ত্বনা
সামান্য
সামুদ্রিক
সাম্য
সারিকা
সিদ্ধিলাভ
সিংহাসন
সুকোমল
সুখসীমা
সুখসেব্য
সুগ্রীবাদি
সুচতুর
সুচিকিৎসক
সুনিদ্রা
সুনীল
সুবাস
সুষমা
সুস্বাদ
সুস্থির
সূক্ষ্মদর্শন
সূত্রধর
সূত্রময়
সূর্য্যদগ্ধ
সৃজন
সৃষ্টি
সেক
সেবন
সৌন্দর্য্য
সৌভাগ্যক্রমে
স্তন্য
স্থণ্ডিল
স্থলচর
স্থানান্তর
স্থাপিত
স্থাবর
স্থির
স্থূলতঃ
স্নান

স্নিগ্ধ	স্বন্	হ	হস্তক্ষেপ
স্ফূর্ত্তিযুক্ত	স্বভাবজ	হঠাৎ	হাল
স্মরিয়া	স্বর্গ	হরণ	হাহাকার
স্মৃতিচিহ্ন	স্বাদু	হর্ত্তাকর্ত্তা	হিতকর
স্বজাতীয়	স্বাধীনতা	হরিৎ-পল্লব-	হিংস্রপ্রকৃতি
স্বত্বাধিকারী	স্বাস্থ্য	সুশোভিত	হেয়
স্বদেশীয়	স্বীকার	হলকর্ষণ	হোরা

কাক।

সম্পূর্ণ।